আশালতাকুসুম



শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রণীত।

"ভবিতা ন বিচারচারু চেতস্তদপি
শ্রব্যমিদং মদীরিতং।"



কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

DEDICATION.

TO

G. BALEETT ESQ. M. A.

INSPECTOR OF SCHOOLS, RAJSHAYE-CIRCLE,

THIS

'ASHALATA'

A LITTLE POETICAL WORK

IS MOST RESPECTFULLY

DEDICATED

IN HOPE OF

KIND ACCEPTANCE

BY HIS

MOST SINCERE ADMIRER

THE AUTHOR.

বিজ্ঞাপন।

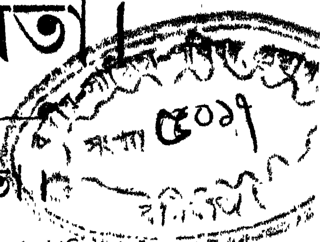
এই কবিতাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছি; অধিকাংশই অধুনাতন; কয়েকটী চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। মাঝে মাঝে এমন কথা থাকিতে পারে, যাহা না বলিলেই ভাল ছিল, কিন্তু একটী ছত্র তুলিয়া ফেলিতে গেলে অনেকের সৌন্দর্য্য (?) নষ্ট হয় মনে করিয়া, যেমন ছিল, তেমনি রাখিয়াছি। "গাহার কন্দরে", "সংগ্রামসিংহের অজ্ঞাতবাস", এবং "গাদোয়ার বিজয়" নামক তিনটী কাবতার বিষয়ে একটী কথা বলিবার আছে। ইহারা "মিবার চিত্র" নামক একখানি কাব্যের অংশ বিশেষ। সে কাব্য সম্পূর্ণ হয় নাই—হইবার আশাও নাই। পাঠকগণ ঐ কয়েকটী কবিতা পড়িবার সময় একটু পূর্ব্বাপর দৃষ্টি রাখিবেন—এই প্রার্থনা।

নওগাঁ—সুলতানপুর।
জেলা রাজশাহী।
২৮এ আশ্বিন, ১২৯৩

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

সূচিপত্র।

আশালতা।



আশালতা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।"

কালিদাস।

রোপেছিনু আশা-লতা এ মানস-মরুতলে ;
কত তারে যতনিনু সেচিয়া কল্পনা-জলে।
কিন্তু কি করিব, ভাই,
বসন্ত, শরৎ নাই
বরষা, শিশির মম বারমাস একপালে।
দুরন্ত মূষিক তাহে
লতামূলে সদা রহে
একটু বাড়িল যেই অমনি খনিল মূলে।
তবুও যতন-বলে
সে লতা হাসিল ফুলে
এনেছি তুলিয়া দেখ তোমাদিগে দিব বলে ;
ভাল যদি নাহি লাগে
দলিও চরণ যুগে
আমাকে বলিও, লতা আমিও ফেলিব তুলে।

ইচ্ছামতী নদী।

"Under the greenwood tree
Who loves to lie with me?"
SHAKESPEARE.

ইচ্ছামতী-নদীজল সুবিমল টল টল
একখানি কাচের মতন ;
আবার তাহারি'পরে যেতে সবে পারাপারে
লৌহ-সেতু করেছে বন্ধন।
কত দিন সন্ধ্যাকালে সব সহচর মিলে
বসিতাম সেতুর উপর ;
অতি মিষ্ট ঝির ঝির সমীর খেলিত ধীর
বীচি সনে নদীর ভিতর।
জল ছাড়ি নদীকূলে তরুদের কাছে গেলে
ভেঙ্গাইত নাড়িয়া আঙ্গুল
শেষে আর যো না পেয়ে পুষ্প-গন্ধ লুকাইয়ে
পলাইয়ে আসিত মৃদুল।
সে দেশের কাক যত দুষ্ট গয়েন্দার মত
সেই কথা করিতে জ্ঞাপন
তরুদের কাছে যেয়ে শাখা পত্রে গা ঢাকিয়ে
কত কিছু করিত মন্ত্রণ।

যদিও সে ক্ষুদ্র নদী পরিপূর্ণ নিরবধি
কৃশাঙ্গিনী ষোড়শীর হেন
সদা বহে কল কল সে নদীর স্রোত-জল
দুই তীর শাণবান্ধা যেন।
সন্ধ্যাপরে নিশি এলে সমস্ত আকাশ জলে
সহ শশী তারা সমুদয়
জলে ঢেউ দিয়া দিয়া আমি দেখিতাম গিয়া
হেসে শশী শত খণ্ড হয়।
কোনো খানে নদীজল করিতেছে ঝলমল
সোনা দিয়ে জড়েছে যেমন।
দাঁড়ি মাঝি তরি নিয়ে তাহারি উপর দিয়ে
কোন দেশে করিছে গমন ?
হরি বাবু কত করে কহিত "বসিগে ঘরে"
কহিতাম "যাব না রে ভাই,
"এ শোভা সৌন্দর্য্য ফেলে তোমার সে ঘরে গেলে
এ প্রকার অরসিক নাই।
"জ্বেলেছ লণ্ঠন ঝাড়, দেয়ালের চারি ধার
চিত্রপটে সাজায়েছ বেশ ;
"টানাপাখা আছে বটে, সুরভিত তাম্রকূটে
সমাদর করিবে বিশেষ।
"কিন্তু কি সে চিত্রপটে এ চিত্রের আশা মিটে
কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তুল ?

চাঁদ ফেলে ঝাড় দেখে রব তথা কোন্ সুখে
কেন করি এত বড় ভুল ?
"কারারুদ্ধ বায়ু নিয়ে টানাপাখা বহাইয়ে
বহাইবে এমনি মলয় ?
"তাম্রকূট কোন্ লাজে আসিবে ইহার কাছে ?
এই যে প্রকৃতি গন্ধময়।
"তোমার সে কারাগারে পিয়াসা মিটিবে কি রে
পরাণ অনন্ত চায় যার ?
"অনন্ত আকাশ মাথে, অনন্ত নক্ষত্র তাতে ;
পদতলে অনন্ত আমার ;
"এখানে বসিয়া থাকি অনন্ত তরঙ্গ দেখি
গায়ে বহে অনন্ত হিল্লোল ;
"অনন্ত বৃক্ষের শাখে, নৌকাতে নদীর বুকে,
পান্থমুখে অনন্ত কল্লোল ;
"বিধাতা জীবের তরে দিয়াছেন ঘর করে
এই সেই—যাব কোথা আর ?
"সর্ব্বজীব হেথা রয় এ গৃহ সঙ্কীর্ণ নয়,
আমাদেরি সদা হাহাকার।
"মানুষ সঙ্কীর্ণ মন তাই করে বিরচন
ক্ষুদ্র ঘর করিতে নিবাস ;
"পশু পক্ষী হেথা রয় তাদের নাহিক ভয়
মানুষেরি অনন্তে তরাস।

"প্রথম যখন হরি মানুষেরে সৃষ্টি করি
ধরাধামে করিলা প্রেরণ
"কুসুমিত কুঞ্জবনে শ্যামল শয়ন তৃণে
তরুমূলে যামিনী যাপন।
"তখনো শিশির ছিল হিম বৃষ্টি অবিরল
যে ঋতুতে সময় যাহার ;
"মার্ত্তণ্ড প্রখর করে অক্লেশে সহিত নরে
ব্যাধি পীড়া হতো না তো তার।
"সিংহ, ব্যাঘ্র, আশীবিষ চারি দিকে অহর্নিশ ;
মানুষের ছিল না তো ভয়,
"সর্ব্বজীব একপ্রাণে সর্ব্বপ্রকৃতির সনে
ছিল একতানলয়ময়।
"সে দিন কোথায় গেলো ? কেন বা এমন হলো ?
সকলি তো মানুষের দোষ ;
"সিংহ ব্যাঘ্র শ্বাপদেরে হিংসা শিখাইলে নরে
আপনারা করি হিংসা রোষ।
"পাতার কুটীর তুলে বাস করি তারি তলে
বাহির সহে না শেষে আর ;
"যা তুমি অভ্যাস কর সেই শেষে হবে দড়
দুঃখী নর কুফলে ইহার।"

মানুষের কথা।

s there, for honest poverty,
hat hangs his head, for a' that
he coward slave we pass him by,
We dare be poor for a' that."

BURUS.

(১)

ক্ষীণ প্রাণী মানব-সন্তান
কত ক্ষণি রহিবে ধরায়
কত গর্ব্ব তাহারি আবার
ভাব ভঙ্গি বুঝে উঠা দায়।

(২)

এক দণ্ড নাহিক বিরাম
সর্ব্বদাই মহাকোলাহল,
ছুটাছুটী যথায় তথায়,
যুঝাযুঝি নিয়ত কেবল।

(৩)

কেহ কারে দেখে না ফিরিয়া—
ডাকিলেও শুনে নাকো ফিরে;
এক জনে কাঁদিয়া আকুল
হেসে মরে দেখে তা' অপরে।

(৪)

এত দ্বন্দ্ব মানুষে মানুষে—
পরস্পর এত অপ্রণয়
কে বলে যে একজাতি এরা ?
যেন একধরাবাসী নয়।

(৫)

মানুষে ও অপর জীবেতে
যে বিভেদ করেছ ঈশ্বর,
তার চেয়ে মানুষে মানুষে
মনোগত বিভেদ বিস্তর।

(৬)

একি ক্ষুধা একই পিপাসা,
ষড়েন্দ্রিয় বাসনা সমান,
পরিতৃপ্তি সদাই কাহার
কারো আর হয় না কুলান।

(৭)

কা'রো তৃপ্তি শাকান্নে কেবল ;
ঘৃত দুগ্ধ যাহার বিধান
গরিবের শাকান্ন মারিয়া
বৃদ্ধি করে ঘৃত-পরিমাণ ;

(৮)

অকাতরে রহিব কাঙাল
কোন মতে জীবন যাপন ;
সম্পন্নের ঘৃণা অহঙ্কার
তাহা আর যায় না সহন।

(৯)

দরিদ্রের জীবন-মরুতে
ধনিগণ মরীচিকাপ্রায় ;
অনিবার্য্য বাসনা-লোভনে
পথে পড়ি' জীবন হারায়।

(১০)

পরিতৃপ্তি সুখের নিদান,
পরিতৃপ্তি সহজেই হয়
নাহি দেয় বাসনায় যদি
বিলাস-আহুতি ঘৃতময়।

(১১)

প্রয়োজন যাহাতে তোমার
তাহে মম নাহি প্রয়োজন ;
'প্রয়োজন' নহে সে সকল
সকলের চাহি না যে ধন।

(১২)

বিদ্যালোক, সভ্যতা-আলোকে
মূর্খতার অন্ধকারে নর ;
নিরর্থক সৃজি 'প্রয়োজন'
অভাবেতে আক্ষেপি ফাপর।

(১৩)

দুঃখমূল অভাবের ভাব,
তুমি যদি সুখী হতে চাও
আমার শুনহ উপদেশ
অভাবের সংখ্যায় কমাও।

বড় আনন্দ।

"Ring out the grief that saps the mind."
TENNYSON.

(১)

যে গাছে যে পাখী থাকে তা সবারে কহ ডেকে
যে যার মধুর রবে করুক কূজন ;
যত ফুল উপবনে কহ গিয়া কাণে কাণে
হাসিয়া সৌরভে দিশি করুক মগন।
জানাইত মলয়েরে ব্যজনে সে ধীরে ধীরে
না চাইয়া কম লতা পাতা কিসলয় ;

দিনান্তে যামিনী এলে শশী যেন হেলে দুলে
সুনীল গগনপটে হয় সে উদয়।
হীরকের তারারাশি যে যার আসনে বসি
চন্দ্রমার চারি পাশে উজলিয়া রয়।
আজি এ সুখের দিনে দেখো যেন কোন খানে
কিছুরি অভাব বোধ নাহি বিশ্বময়।

(২)

আমার সুখের দিনে এই ইচ্ছা করে মনে
যার যত শোক দুঃখ করে পলায়ন;
চির-অস্ত রবি যার বাল বৃদ্ধ বনিতার
তারো দিনেকের তরে আত্মবিস্মরণ।
এই উপদেশ দেই সুখী হতে চাহ যেই
একা আপনার সুখে করো না নির্ভর;
এ সংসার দুখময়ে একাকীর সুখ নিয়ে
বল কতক্ষণ সুখী হতে পারে নর?
সুবুদ্ধি পিকের প্রায় যে দেশে বসন্ত যায়
সেই দেশে করো গতি যথায় যখন;
যাহারি বদনে হাসি তাহারি নিকটে বসি
লহরী তুলিয়া হাসি জুড়িও জীবন।

(৩)

আয় রে আয় রে কোলে শোক-দুঃখ-জ্বালা ভুলে
নবজাত শিশুমণি, আয় কোলে লই

আজি তোরে লয়ে বুকে জাতের মিলন-সুখে
মৃতের বিরহ-দুঃখ পাসরিয়া রই।
এ চিররোগের দেহ, এ চিরনিঃস্বের গেহ,
এ চিরদাসের দেশ হই বিস্মরণ;
এ চিরচাকরী-জ্বালা, বন্ধুর কপট খেলা,
অবন্ধুর হিংসা, দ্বেষ, তাড়ন, পীড়ন।
আয় পান্থ স্বর্গবাসী, তোরে কোলে লয়ে বসি
পঙ্কিল শরীরে তোর পরশি শরীরে,
পারি কি না মুছে ফেলি এ হৃদয়ে যত কালী
নূতন জীবন দেখি পাই কি না ফিরে।

(৪)

সূতিকা-গৃহের দ্বারে মাতৃকোল আলো করে
শিশু তুই ত্রিদিবের পারিজাত ফুল;
ফুল তুই কোথা ছিলি? এখানে কেমনে এলি?
স্বর্গের সৌরভে দিশি করিলি আকুল।
কেন এলি ধরাধামে— এই শুষ্ক মরুভূমে
সদা বহে সিরক্কোর আগুন সমান;
হেথা নাহি বারিধারা, রজনী শিশিরহারা,
ক্ষিতি অমৃতের নয় কঠিন পাষাণ।
হেথায় ক'দিন রবি?— মুহূর্ত্তেকে শুকাইবি
এ ধরা সবে না তোর ফিরে যারে ফুল;—

দিব্য মন্দাকিনী-তীরে অমরায় ফিরে যা রে
সুচিরবসন্তময় নন্দনে অতুল।
এ ধরা তোদের নয় এখানে যে ফুল হয়
মধুপ বসে না তায় মধুর আশায়,
দেবপূজা সেই ফুলে হয় নাকো কোন কালে
সে ফুল কামিনীকুল পরে না মাথায়।

(৫)

অতিথি তু' কে এলি রে? এলি কাঙালের ঘরে
কি দিয়ে বিদেশি, তোরে করিব আদর?
স্বাগত কহিতে নারি মনে বড় ভয় করি
এসে কি রে কষ্ট পেয়ে হইবি কাতর?
সংসারে অতিথি এলে বিবেকের রক্তজলে
পাদ্য দিয়ে কালাসনে বসাই তাহায়;
স্পৃহা-অর্ঘ্যে পূজা করি ষড়রিপু থালা ভরি
উচ্চাশা সুমিষ্ট সুরা দেই যত চায়।
নৈরাশ্য, বিষাদ-ভার অজীর্ণ হইলে তার
দুশ্চিন্তা কর্পূর করি ঔষধ প্রদান;
অতিথিরে তা হইলে অকালমৃত্যুর কোলে
পায় রোগী চির তরে যন্ত্রণায় ত্রাণ।

(৬)

প্রবাসী, আসিলা ভবে, একবার বোসো তবে
দুটী কথা জিজ্ঞাসিব মিটাও পিয়াস;

এ ধরায় আছে যারা মিটাতে পারে না তারা;
কত বার জিজ্ঞাসিয়ে হয়েছি নিরাশ।
তুমি যথা হতে এলে হেথা হতে প্রতি পলে
কত কোটি জীব শুনি সেই দেশে যায়,
ফিরে তারা এলে পরে সুধাতাম তাহাদেরে—
এসে না কদাপি তাই ফিরে পুনরায়।
এই যে সংসার-ধামে সম্মুখে যুঝিছি ক্রমে
এ রণের পরিণাম কোথায় সবার?
এ রণের সমাপনে বিশ্রামিব কোন্ খানে?
এ রঙ্গের অভিনয় হবে কি আবার?
আমাদের রাজা যিনি কোথায় থাকেন তিনি?
কহিতে পারি না তাঁরে দুখের কাহিনী?
যুঝিতে একাকী রণে অসংখ্য শত্রুর সনে
ভোঁতা এক অসি হাতে পাঠালেন তিনি।
দেখা হলে তাঁর সনে বলো তাঁর শ্রীচরণে
আমি, ও যে আমা সম কি হবে তাহার?
ধর্ম্মরণে ভঙ্গ দিয়ে শত্রুর শিবিরে যেয়ে
অর্পিয়াছি শত্রুকরে দিব্য তরবার।

(৭)

সুতিকা তীর্থের দ্বারে মাতৃকোল আলো করে
মাতৃস্তন্য সুধারাশি করিতেছ পান;—

তীর্থ যদি থাকে ভবে অই সে সূতিকা তবে ;
অই মাতৃকোল, শিশু, দেবপীঠস্থান।
সুধাস্বপ্ন নহে যদি অই স্তন্য তার নিধি
যত দিন পিয়ে নর দেবতা তখন ;
সে দিন গিয়েছে যে রে আর যে হবে না ফিরে
যখন আমিও ছিনু তোমারি মতন।
কি আছিনু হইনু কি, আরো বা কি আছে বাকী,
কোথা হতে পড়িয়াছি—পড়িব কোথায় ;
তুই রে স্বর্গের প্রাণী এক বার আয় শুনি
পারিবি কি হাতে ধরে তুলিতে আমায় ?

(৮)

পুন্নাম নরক হতে শুনিয়াছি পারে সুতে
জনমিয়া জনকেরে করিতে উদ্ধার ;
পুন্নাম নরক ত্রাণে, সকলি নরকাগুনে—
আমি এই বুঝি, শিশু,—ত্রাণ হয় তার।
এই দিব্য মুখ দেখে— এই স্পর্শমণি বুকে—
কোথা সে অধম ধাতু কনক না হয় ?
মূর্ত্ত নির্ম্মলতা এই বুকেতে লইবে যেই
পারে কি সে পাপী হতে পঙ্কিলতাময় ?
কোথা সে পাষাণ হিয়া এ ধনেরে কোলে নিয়া
ভুলে না যে মানুষের হেয় বৃত্তিচয় ?

যত তাপ এ সংসারে, পারে না যে ভুলিবারে ?
এ প্রেমে দেখে না যেই বিশ্ব প্রেমময় ?

মাহার কন্দরে।

"Then rang the hills with thunder riven
Then rushed the steed to battle driven."

CAMPBELL.

রবিচন্দ্রকরহীন মাহার কন্দরে
চরণীর বাসস্থান ; চিরসন্ন্যাসিনী,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ তাঁহার
যোগবলে—এই খ্যাতি আছিল জগতে।
অদূরে চিতোরপুরী মিবার ঈশ্বরী
পশ্চিমাশে দৃষ্টিপথে মাহার ভূধর
বৃক্ষ-বন-সুশোভিত অভ্রভেদী চূড়।
সেই গিরি-পাদদেশে প্রশস্ত কন্দর,
পার্শ্বে বহে নির্ঝরিণী কি দিবা রজনী,
গায় তরুশাখে পাখী, বিচরে নির্ভয়
বনবাসী জীবকুল কাননে কাননে।
কোরক বিকাশে পুনঃ আপনি শুকায়।
গহ্বরে অজিনাসনে বসিয়া তাপসী
ধ্যানমুকুলিত আঁখি—নাহি বাহ্যজ্ঞান ;

গৈরিক বসনাবৃত উন্নত শরীর,
ললাটে বিভূতি-ভূষা, শিরে জটাভার।
প্রবেশিলা হেন কালে কন্দরভিতরে
তিনটী যুবক বীর প্রৌঢ় এক জন।
বীরবেশে সুসজ্জিত আপাদমস্তক,
বামেতর করে অসি, বামে শরাসন,
পশ্চাতে সায়কাধার রতনমণ্ডিত,
শিরে শতমণি-দীপ্ত ভাতিছে উষ্ণীষ,
রাজপুত্র যুবাত্রয় ভ্রাতা অন্য জন।
"সুস্থির জানিব দাদা তাপসীর মুখে
এখনি; হৃদয়ে ইহা লহে অনুক্ষণ
নিয়তি ললাটে মম করেছে নিশ্চয়
মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাবিধান।"
দাঁড়ায়ে কন্দরদ্বারে মুখপানে চাহি
সংগ্রামের (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এতেক কহিলা
পৃথ্বীরাজ। এত কহি বসিলা সকলে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম-চিত্রাসনে খুল্লতাত সহ
বসিলা সংগ্রামসিংহ। তৃণপত্রাসনে
পৃথ্বীরাজ জয়মল্ল অনুজসহিত।
এক জঙ্ঘা চর্ম্মাসনে কহে রাজানুজ
সূর্য্যমল্ল "কহ, বৎস! স্তিমিত যোগিনী
কেমনে জাগাই এবে—আহ্বান করিয়া

ধ্যানভঙ্গ করিব কি ?—নহে সে সঙ্গত।"
তখনি চরণীদেবী মেলিলা নয়ন।
শিশোদিয়া-অধীশ্বর রায়মল্ল-সুত
যুগপৎ তিন জনে নিরীক্ষণ করি,
বদনমুকুরে দৃষ্টি করিলা স্থাপিত
প্রত্যেকের একে একে—গভীর—অচল।
সূর্য্যমল্লে নিরখিতে কহে পৃথ্বীরাজ—
যোগিনীর দৃষ্টিযোগে মন্ত্রমুগ্ধ হেন
এত ক্ষণ ছিলা সবে স্তব্ধ অবিচল—
কহে পৃথ্বীরাজ "মাতঃ! কহ তপস্বিনি,
ত্রিকাল প্রত্যক্ষ তব করপত্রে যেন,—
জান তুমি—কহ তুমি পিতা অভ্যন্তরে
আমাদের কার শিরে শোভিবে মুকুট
মিবারের—কার ভাগ্যে রাজসিংহাসন ?"
রাজপুত্রগণ সবে খুল্লতাত সহ—
আগ্রহে বিস্ফারনেত্র, একতন্ত্রী যেন,
দৃষ্টিহীন, রুদ্ধশ্বাস ; শ্রবণ-বিবরে
অপর ইন্দ্রিয়তেজ একীভূত প্রায়—
রহিলা প্রতীক্ষা করি—কি হবে উত্তর।
নীরবে হেলায়ে শির তর্জ্জনী নির্দ্দেশ
করিলা তাপসী সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে
যথা বসি সঙ্গ রায় অর্দ্ধেক বসিয়া

খুল্লতাত সূর্য্যমাল। বুঝিলা সকলে
মিবারের সিংহাসন সংগ্রামের তরে
সূর্য্যমল্ল সহকারী হইবে তাহার।
বজ্রাগ্নি সমান অগ্নি অমনি জ্বলিল
পৃথ্বীরাজ-নেত্রযুগে; সাপটিয়া অসি—
বিস্ফারিত শিরারাশি ললাটমণ্ডলে,
আরক্ত নাসিকা, কর্ণ, কপোলযুগল,
দশনে অধর দষ্ট, জ্বলন্ত নিশ্বাস,
শত সিংহ শক্তি করে—সাপটিয়া অসি
সংগ্রামের শির লক্ষ্যে করিলা আঘাত।
না হতে পতিত অসি তড়িৎ-গমনে
সূর্য্যমল্ল সে আঘাত লইলা আপনি
আপনার বক্ষ পাতি চর্ম্ম-আচ্ছাদিত।
তখন তুমুল যুদ্ধ পৃথ্বী ও সংগ্রামে—
সহোদরে সহোদরে। পৃথ্বীর সহায়
জয়মল্ল; সূর্য্যমল্ল সংগ্রামের তরে;
করে না আঘাত তারা প্রতিরোধ বিনা।
উন্মত্ত সে রণভূমে পর্ব্বত-কন্দরে
অসির প্রচণ্ড পাত অসি চর্ম্মে কভু
কভু বা পাষাণ'পরে; কর্কশ সে রব;
অস্ফুট গর্জ্জন-ধ্বনি কখনো ভীষণ;
প্রতিধ্বনি-প্রপূরিত সমস্ত পর্ব্বত।

পালাইলা গুহা ছাড়ি পার্শ্বপথ দিয়া
সন্ন্যাসিনী ; পালাইল তরুশাখে পাখী ;
বনচর প্রবেশিল গভীর কাননে ;
নির্ঝরী নীরব হয়ে শুনিতে লাগিল।
বহিল শোণিতস্রোত কন্দর-বাহিরে।
ক্ষণপরে ঊর্দ্ধশ্বাসে হইলা বাহির
সঙ্গসিংহ ; গুহামুখে বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধা
ছিল অশ্ব, এক লম্ফে করি আরোহণ
অদৃশ্য নৃপতি-পুত্র তরুরাজি পথে।
মূচ্ছ´াগত পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্ল কোলে,
শিয়রে অনুজ বসি করিছে শুশ্রূষা,
চরণী ব্যজন করে গৈরিক অঞ্চল।
কিছু কালে উন্মেষিল নিমীল নয়ন,
কহে পৃথ্বী "যাহ জয় দাদার পশ্চাতে
কহিও তাঁহারে পিতা না শুনেন যেন
চরণীকন্দরে এই দ্বন্দ্বের সংবাদ ;
কহিও তাঁহারে তিনি ক্ষমেন অনুজে।"
সামন্ত উদাত্তসিংহ রাঠোরপ্রধান
বীরসাজে দাঁড়াইয়া মন্দিরবাহিরে
কপালীর ; পাশে অশ্ব হ্রেষিছে আহ্লাদে।
হেন কালে—রক্তধূলিলুণ্ঠিত শরীর,
স্বেদ-রক্ত-সিক্তবাস, আলু´য়িত বেশ,

ভগ্ন অসি, ছিন্নচর্ম্ম,—আসিলা সংগ্রাম
তীরবেগে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসে রাঠোর
হাতে ধরি যুবরাজে নামায়ে যতনে—
"কহ রাজপুত্র সঙ্গ এ কি এ তোমার?—
উৎপাটিত বাম চক্ষু ক্ষত কলেবর
বহিছে রুধিরধারা? আহ্বানিলা রণে
কোন্ জনে? কহ সঙ্গ কে আছে মিবারে
আচ্ছন্ন করেছে তোমা? অসিচর্ম্মহীন,
রাজবাস চীর সম কাহার বিক্রমে?
যুবরাজ কেন দ্বন্দ্ব? কহ কে জিনিল?
কেন ঊর্দ্ধশ্বাসে হেথা? কাহারে ডরাও
শত্রু যদি? শত্রু জিনি কেন পলায়ন?
কোথা সেই—" সচকিতে দেখিলা দুজনে
অদূরে আসিছে সাদী। খুরশব্দ শুনি
প্রান্তরের প্রতিধ্বনি জাগ্রত সকল;
উত্থিত গগনে ধূলি কুজ্ঝটি যেমন।
মুহূর্ত্তে মন্দিরমধ্যে প্রবেশি সংগ্রামে
রোধি দ্বার দাঁড়াইলা সম্মুখে রাঠোর
উলঙ্গ কৃপাণ করে তুরঙ্গ উপরে।
সম্বরিতে অশ্ববেগ কহে জয়মাল
"খোল দ্বার—রক্ষী তুমি—মন্দিরভিতরে
সংগ্রামসিংহের তরে বারতা আমার—

খোল শীঘ্র।" "কি বারতা কহ তা আমারে
রাজসুত, বৈরী কিম্বা মিত্রভাবে আজি
আশ্রিতের গৃহে তুমি চাহ প্রবেশিতে
কহ তাহা ?—না শুনিয়া রাঠোর কখন
দিবে না প্রবেশ-পথ।" গর্জ্জিলা কুমার
শান্তিকে "সামন্ত তুই অবাধ্য রাঠোর
লঙ্ঘিস্ আমার বাক্য ?" হানিলা কৃপাণ
শুক্ল কেশ শিরোপরে ; চর্ম্ম সঞ্চালিয়া
লঘুহস্তে বীরবৃদ্ধ পাইলা নিস্তার।
সুধীরে কহিলা বৃদ্ধ "শুন জয়মাল
এ চাপল্য বৃথা তব—অবাধ্য রাঠোর
রাজাজ্ঞার ধর্ম্মপথে নহে সে কখন ;
কেন চাহ প্রবেশিতে কহ তা আমারে ?"
নমিত কৃপাণ করে দ্বারে পৃষ্ঠ রাখি
দাঁড়াইয়া গিরিস্থির উন্নত-শরীর।
উন্মত্ত চীৎকার করি রাগরক্তমুখে—
স্ফুরিত নয়নতারা—সফেন অধর—
উগ্রমূর্ত্তি জয়মল্ল ধ্বনিলা কর্কশ—
"রাজদ্রোহী—কাপুরুষ—অবাধ্য রাঠোর—
দৈত্যসুত।"—বজ্রতেজে শির লক্ষ্য করি
হানিলা সুতীক্ষ্ণ বর্শা ; অসি সঞ্চালিয়া
খেদাইল শস্ত্রবৃদ্ধ কপাট উপরে।

সংজ্ঞাহীন জয়মল্ল; অজস্র প্রহারে
ব্যথিত উদাত্তসিংহ; ভ্রমেও কখন
করিল না প্রতিঘাত প্রতিরোধ বিনা।
অবশেষে বহুক্ষণে জর্জ্জরিত দেহে
পড়িলা ভূতলে বৃদ্ধ অনন্ত শয্যায়।—
অতিথির রক্ষাহেতু ত্যজিলা জীবন।
অশ্ব হতে অবরোহি উন্মোচি কপাট
দৃপ্ত প্রভঞ্জন-বলে দেখিলা কুমার
নাহিক সংগ্রামসিংহ মন্দিরভিতরে;
পশ্চাতের ক্ষুদ্র দ্বার আছে অনর্গল।

বিদায়।

"Then whither goest thou—O ! whither."

SHAKSPEARE.

(১)

মা আমারে দেও মা বিদায়
ছেড়ে দেও যথা-ইচ্ছা যাই;
তোমাদের অন্তরালে যেয়ে
পরাণের আগুন নিবাই।

(২)

সম্মুখে দেখিতে পারি নাকো
পারি নাকো সহিতে যাতন,
অলক্ষ্যেতে তোমাদেরি তরে
প্রাণ ভরে করিব ক্রন্দন।

(৩)

কেন বিধি, সংসার ভিতরে
দেখি তব এত অবিচার—
যেই যত সহিতে না পারে
তারি ঘাড়ে তত বড় ভার?

(৪)

যার যাহা না হইলে নয়
তার তাহা মিলে না খুঁজিয়া;
যে যত চায় না হর্তবিধি,
দেও তার আকণ্ঠ পূরিয়া।

(৫)

কত আশা দিয়াছি হৃদয়ে
কত আশা দিয়াছি তাহাকে;
হৃদয় তো বুঝিল এখন
কি বলিয়া বুঝাইব তাকে?

(৬)

আশার কি ভীষণ কুহক
মায়াবদ্ধ বহু বিজ্ঞগণ;
শিশুমতি সরলা আমার
ভুলাইতে তারে কতক্ষণ ?

(৭)

আছে বালা নন্দনকাননে
হৃদয়েতে সুখ-পারাবার;
বুঝাইয়া বুঝিয়াছি যাহা
করিব কি মরুভূ বিস্তার ?

(৮)

না না; তাহা দিব না বুঝিতে
অজ্ঞতাই সুখের আকর;
জ্ঞান শুধু দুঃখের হেথায়;
আগে ভাগে হইবে কাপর।

(৯)

তোমাদের নিকটে থাকিলে
পারি না যে আত্মসম্বরণ—
হৃদয়ের চুম্বক পাথর
যে যাহার আত্মীয় স্বজন।

(১০)

তাই মোরে ছেড়ে দেও যাই—
কোন খানে করিব গমন ;
সংসারের অস্তিত্ব ভুলিয়া
আপন হইব বিস্মরণ।

সংগ্রামসিংহের অজ্ঞাতবাস।

"There was no parrying the discovery, if he could have had the heart to attempt any further disguise."

SIR W. SCOTT.

বিস্তীর্ণ প্রান্তর-মাঝে শোভে বিশৃঙ্খল
তরুরাজি ; কত পাল গো মেষ মহিষ
লভিছে বিরাম তার সুশীত' ছায়ায়।
দু'প্রহর দিবাকালে মধ্যাহ্ন-তপন
আকাশের শিরে বসি। প্রান্তদেশে তার
কত মূর্ত্তি মেঘমালা ধরিছে ক্ষণেকে
মৃদুল পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
শাখাপত্র সঞ্চালিয়া মধুর স্বননে
ডাকে তরু "এসো পাখী, এসো হে পথিক
রৌদ্রতপ্ত।" বৃক্ষকাণ্ডে দেহ হেলাইয়া

প্রফুল্ল রাখাল-দল করিছে আমোদ—
নৃত্য, গীত, শাখে চড়ি খেলিছে দোলন।
একটী যুবক মাত্র অন্তরে বসিয়া—
সামান্য রাখালবেশ পরিধান তার,
নির্ব্বাত সরসী-মুখ, অলিপ্ত মানসে—
আত্মবিস্মৃতের মত জ্যারোপণে রত
শরাসনে। হেন কালে আসি উপজিল
কৃষক-বালিকা এক কনকবরণী
হাসিমাখা মুখখানি, সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
পিত্তলের থালা হাতে পিষ্টকে পূরিত,
লঘু পাদক্ষেপে আসি যুবক সমীপে
কহে বালা "দেখ হর তোমার কারণে
এনেছি খাবার দেখ—খাবে না এখন ?
কথা কহিছ না কেন ?—খাবে না এ পিঠা ?"
যেমন রজনীশেষে বাঁশরী মধুর
জাগায় নিদ্রিত জনে মৃদুল পরশে,
অন্যমনা যুবা যেন জাগিল তেমনি।
ত্যজি' ধনু জ্যা-বিহীন উঠি দাঁড়াইলা,
চাহি' বালিকার মুখে রহিলা নীরব।
খল খল হাসি বালা "খাবে হরজিৎ ?"
"খাব" বলি হরজিৎ বসিল খাইতে।
পাশে অন্নপূর্ণাসমা বসিল বালিকা।

আহারে নিযুক্ত যবে রাখাল যুবক
পাশে বসি কত হাসি লহরে লহরে
কত কথা—উপকথা আদি-অন্ত-হীন ;
আহার ছাড়িয়া যুবা রহিল চাহিয়া
সরলার মুখপানে। অজ্ঞাতে দোঁহার
হেনকালে প্রৌঢ় এক আসিল তথায়।
কহিল কৃষাণ তার কন্যাপানে চাহি
"থাম্ পাগ্লি, অত হাসি কি কারণে তোর—
অত কি রে কথা তোর উহার সহিত ?
চাহি যুবকের পানে কর্কশ বচনে
কহে প্রৌঢ় "তুমি শুধু আহারেতে পটু
রাখাল, সদাই যেন উদাসীন হেন
কাজ কর্ম্মে। এ আলস্য শোভে না তাহার
ভৃত্যভাবে পর-গৃহে লভে যে জীবিকা।
ওই দেখ ধেনুপাল কে কোথা গিয়াছে,
ওই মেষপালে ষাঁড় করে অত্যাচার ;
তুমি হেথা নির্ব্বিকার—সম্পর্ক-বিহীন
হেন ব্যবহারে তোমা কে রাখিবে ঘরে ?—
সাবধান।" চাহি যুবা সে কঠোর মুখে
অমনি ফিরায়ে মুখ রক্তিম বরণ
ক্রোধ, ক্ষোভ, লজ্জা রাগে ; কহিলা সুধীরে
মিষ্ট ভাষে "আর আমর হ'বে না এমন।"

গৃহে ফিরি গেলা পিতা তনয়াকে ডাকি।
কহে পান্না "খাও তুমি—খাও হরজিৎ
ঘরে যেয়ে আমি তারে কহিব এখনি—
বাবাকে—বড়ই শক্ত কয়েছেন তোমা
আজি তিনি—তুমি কিছু কর নি অন্যায়—
খাও তুমি।" কহে যুবা সস্মিতবদনে
"খেয়েছি—চাই না আর তুমি ঘরে যাও—
যাও পান্না—ওই দেখ আসিছে সকলে।"
তখনি তাহারা আসি দাঁড়াইল পাশে।
ইঙ্গিতে প্রণাম করি কহে যোধরাও
মৃদুস্বরে "ছদ্মবেশে কহ যুবরাজ
কি কাজ রহিয়ে আর কৃষকের ঘরে
গোপবেশে; কত ক্লেশ মানসি', শরীর।
ভ্রমি'ছে রাজার চর যথায় তথায়
নিশিদিন অন্বেষণে, উৎকণ্ঠিত সবে
রাজ্যময় বালবৃদ্ধ—কহ কত দিন
ছদ্মবেশে রহিবারে পারিবা আপনি?"
"সাধে রহি সংগোপনে?" কহিলা সংগ্রাম
"সাধে নহে; ডরি আমি পৃথ্বীর স্বভাব—
নহেকো বিক্রম তার; উন্মাদ বালক
কাণ্ডাকাণ্ড নাহি জ্ঞান, কি জানি কখন
আক্রমিবে পুন মোরে সিংহাসন-লোভে?

কি জানি দুরন্ত ক্রোধ-অন্ধকারে যদি—
যদিই বা আত্মদেহ রক্ষায় নিরত
দৈববশে অসি মম বিনাশে তাহারে ?
তাহা হলে এ কলঙ্ক রাখিব কোথায় ?
যত দিন পৃথ্বী নাহি ছাড়িবে মিবার
এই ভাবে তত দিন রহিব গোপনে।”
“রহি বা গোপনে যদি” কহে জয়বল
“নহে হেথা এ দশায়। সাজে কি তোমার—
রাজার তনয় তুমি বাপ্পাবংশধর—
নিজে তুমি বীরচূড়া—সাজে কি তোমার
গোপালের যষ্টি করে গো-মেষ-তাড়ন ?
খেলিতেই সাধ যদি—বীর খেলা খেল
চল অসি, চর্ম্ম ল’য়ে শ্রীনগরপুরে
কর্ম্মচাঁদ—অধিপতি—করিবে গ্রহণ
সাদরে তোমার মত দক্ষ অস্ত্রধর ;
আমরা সেবিব তোমা—চলহ আপনি।”
বৃক্ষের আড়াল হতে সম্মুখে আসিয়া
কহে পান্না “তবে তুমি নহ হরজিৎ
হরজিৎ ? এসো তবে রাজার কুমার
তীর ধনু তরবারে থাকে প্রয়োজন
পিতার নিকট হতে লয়ে দিব আমি।”
সত্বর ধাইল বালা ; কিছু ক্ষণ পরে

কৃষক পিতার সহ আসিল আবার।
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি ভূমিষ্ঠ হইয়া
ভগ্ন-বিকম্পিত-স্বরে কহিল কৃষাণ
"ক্ষম দোষ অজ্ঞানের—তুমি যুবরায়
ক্ষম দোষ; কে জানে যে ছদ্মবেশে তুমি
আসিবা কুটীরে মম?—" কহে সঙ্গরায়
"নাহি কোন দোষ তব সুমতি কৃষাণ
কি দোষ তাহার যেই নিরাশ্রয় জনে
বিপদে আশ্রয় দেয়?—নাহি দোষ তব—
গৃহে যাও।" কহে গোপ লহ যুবরাজ
এই তীর ধনু মম এই তরবার
কি আর করিব দান উপহার তোমা?
লহ মোরে চিরদিন সেবিব চরণ।"
কিছু দিন পরে এক শ্যামল প্রান্তরে
একটী অশ্বত্থমূলে মূল-উপাধানে
নিদ্রিত যুবক এক—যোদ্ধৃবেশ তার;
দেহে বর্ম্ম, কটিদেশে শাণিত কৃপাণ,
শিয়রে শাণিত বর্শা বৃক্ষকাণ্ডে নত।
অদূরে বসিয়া অন্য বৃক্ষের ছায়ায়
দুইটী পুরুষ যুবা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী
রন্ধনে অনন্যমন। এ হেন সময়ে
একটী রাখাল উচ্চে কহিল তাদিগে

"দেখ দেখ নিদ্রিতের মস্তক উপরে
বিস্তারিয়া ফণা সর্প—সর্পমাথে বসি
দেবী পক্ষী সুমধুর কূজিতেছে দেখ;
সামান্য নহেন ইনি, কিম্বা এক দিন
রাজসিংহাসন হবে আসন ইহাঁর।"
বন্ধন ত্যজিয়া দ্রুত আসিতে তথায়
দেখিলা সৈনিকদ্বয় গোপাল পশ্চাতে
অশ্বপৃষ্ঠে কর্ম্মচাঁদ। জাগিলা সংগ্রাম।
কহে গোপ "আমি তব সেবিব চরণ
তুমি রাজপুত্র কিম্বা রাজার অনুজ,
কিম্বা তুমি নিজে রাজা—তাও যদি নয়
এ কথা নিশ্চয় স্থির রাজা হবে তুমি।"
রাগতের মত ভাবে ভ্রুকুটী করিয়া
কহিলা সংগ্রাম "তুই বর্ব্বর গোপাল
কোথা তোর রাজপুত্র—কে হইবে রাজা?—"
"হেথা রাজপুত্র—এই অশ্বথের তলে
সংগ্রাম—মিবার রাজ্যে রাজা হবে যেই।"
হাসিয়া কহিলা কর্ম্ম আলিঙ্গন করি
যুবরাজে "যুবরাজ কেন বিশৃঙ্খল—
উদ্বিগ্ন কি হেতু তুমি?—হবে না প্রকাশ
আমা হতে কোন কথা; শান্তচিত্ত হও।
কল্য জানিয়াছি আমি কে তুমি সংগ্রাম

তাই অদ্য আসিয়াছি অন্বেষণে তব।
গৃহে চল, আজি আমি পূরা'ব বাসনা
কমলার; আজি তব মানস পূরণ
এত দিনে। এসো সঙ্গ, অতিথি আমার—
কি সৌভাগ্য—গৃহে আজি অতিথি আমার
বাপ্পাবংশধর, বীর, জামাতা ভূপাল।
এসো বাছা পুন তোমা করি আলিঙ্গন।
আমার—তোমার গৃহে তুমিই রহিবে
যত দিন চিতোরেতে না কর গমন;
কেহ জানিবে না কিছু——এসো সঙ্গরায়—
এসো বাছা! পুন তোমা করি আলিঙ্গন।"

জলে জলে।

"Fond memory brings the light
Of other days around me."

J. MOORE.

(১)

বরষা এসেছে আজি সবখানে জল;
যেখানে যে পথ ঘাট ডুবেছে সকল;
একটু বাতাস হ'লে সারি সারি ঢেউ খেলে;
কত খেলে পাতিহাঁস উপরে তাহার;
পানিকেউরেরা কত ভাসে ডোবে অবিরত;

পানাদামে বসি বক খুঁজিছে আহার।
কোথায় অলক্ষ্যে থেকে ডাহুক ডাহুকী ডাকে ;
লক্ষ্যপানে মাছরঙ্গী চেয়ে অবিরল ;
জলের শ্যামল ঘাটে কলমীর ফুল ফোটে,
কত খানে হাসি হাসি কুমুদী বিমল,
গৃহস্থের ঘাটে হাসে কুলবধূদল।

(২)

প্রতিদিন নৌকাযোগে যামিনী যখন
বড় ভালবাসিতাম করিতে ভ্রমণ।
সুনীল গগনে বসি হাসিত নক্ষত্র শশী,
মেঘের আড়ালে যেয়ে লুকাত কখন।
মৃদুল মধুর বায় ঢলিয়া পড়িত গায়,
ঢলে পড়িতাম আমি পরশে তাহার ;
শিথিল অবশ হ'য়ে হালখানি ছেড়ে দিয়ে
যথেচ্ছা দিতাম তরি করিতে বিহার।
কত খান থেকে আসি জলের উপরে ভাসি
কত কি অস্ফুটরব পশিত শ্রবণে ;
সত্য ভুলি' কল্পনাতে অন্য কোন ধরা হ'তে
আসিছে সে রব যেন ভাবিতাম মনে।

(৩)

অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি তন্দ্রার মতন ;
মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্না হেন মধুর স্বপন।

সুদূর শৈশবকালে আমাদের তরুতলে
কত খেলা. কত হাসি, কত বা রোদন,
কত মুখ সুধারাশি, কত আঁখি হাসি হাসি,
অশ্রু-মুক্তাফল কত হইত বর্ষণ।
সে গৃহ নন্দন-আলা সেই সব দেববালা,
সে সকল দেবশিশু আজি কে কোথায় ?—
আজি রে ভাবিতে মনে দেখি বা দেখি না ক্ষণে—
স্মৃতির মরুতে যেন মরীচি' খেলায়।
ভগ্ননিদ্র উষাকালে তন্দ্রায় শ্রবণমূলে
পশিলে শোকের ধ্বনি দূরে বিধুরার—
হৃদয়ের কর্ণমাঝে তেমনি ক্রন্দন বাজে
অজানত অশ্রুপূর্ণ নয়ন আমার।

(৪)

পিতা কোথা ?—স্বর্গধামে কোথা ভগ্নীগণ ?—
মরিয়া নক্ষত্র হয়ে আকাশে এখন।—
কে জানে কোথায় এবে ? কে আমারে বলে দিবে
মরিয়া কি হয়, কোথা যায় প্রাণিগণ ?
আত্মার বিলয় নাই সদা তা' দেখিতে পাই
পুনঃ জীবদেহে পশি করে বিচরণ।
তবে রে কোথায় এবে—কোথায় তাহারা সবে
ফুকারিয়া কাঁদে প্রাণ যাহাদের তরে ?
মানুষ কি পশু হয়ে বিহঙ্গ-জনম নিয়ে

বলে দে রে বিধি, তারা কোথায় বিচরে ;
লোকালয়ে, কি বা বনে, জলাকাশ কোন খানে—
কোথায় দেখায়ে দেরে—দেখি একবার
প্রাক্তন জ্ঞানের বলে চিনিবে দেখিতে পেলে—
তখন কি সুখ বিধি,—কি দুঃখ অপার !

(৫)

মানুষের অন্তিমের কেমন বিচার ?—
পুণ্যপাপ অনুসারে প্রতিফল তার।
কেমন সে পুরস্কার, সাজাই বা কি প্রকার ?—
সাধুর বৈকুণ্ঠে বাস পাপীর নিরয়।
এ যে কি বিচার হল আমারে বুঝায়ে বল—
কার এই সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ হয় ?
আত্মা না দেহের বল ? দেহ ত পড়িয়ে রলো
ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূতে মিশিল আবার ;
সুখ দুঃখ কিবা তার ? ভূতরাশি নির্ব্বিকার।—
তবে বুঝি আত্মারি এ সাজা পুরস্কার।
ঈশ্বর আত্মার রাশি আত্মা তাই অবিনাশী,
আত্মা তাই নির্ব্বিকার সুখদুঃখহীন ;
তার কিবা শাস্তি আর ? প্রসাদ নাহিক তার
ঈশ্বরের অংশ যেই অবোধ অলীন।
সজীব যে দেহ তার পরলোক নাহি আর
দেহের নাহিকো গতি বৈতরিণী পার ;

কেমনে কি হল তবে—পাপী সাধু যারা ভবে
তাহাদের পরলোকে নাহি কি বিচার?

(৬)

পূর্ব্বজন্ম-পুণ্যফলে জন্ম উচ্চতর,
পাপফলে নিম্ন জীবে জনমে কি নর?
গন্ধর্ব্ব অপ্সর কেহ, ধরে কেহ নরদেহ
কেহ বা শ্বাপদ, মীন, কীট, বিহঙ্গম;
আমারে বুঝাও—বল, কেবা মন্দ কেবা ভাল,
কি পাপে কি পুণ্যে কোন্ জীবেতে জনম।
ইন্দ্রের অমরাপুরে, শুনেছি, কৈলাসচূড়ে
চির নৃত্য গীত বাদ্য অপ্সর-জীবনে;
কখনো দেখি নি চোখে শুনি নি দেখিতে কাকে
ভাল কিম্বা মন্দ উহা বুঝিব কেমনে?
বিহঙ্গ-জনম লয়ে গগনে গগনে রয়ে,
বসিয়া মেঘের কোলে, তরুর শাখায়।
গাইব মধুর গান— স্বাধীন সরল প্রাণ—
সুখের জীবন কি রে এই এ ধরায়?
পশুকুলে জন্ম হলে বিজন কাননতলে
নাহি স্মৃতি, নাহি চিন্তা, হাসি, কি ক্রন্দন;
পাপপুণ্যে নাহি বোধ, বিবেকের অনুরোধ;—
তবে কি রে পশুদেরি সুখের জীবন?
শীতল জলের তলে মীন হয়ে জন্ম নিলে

ভেসে, ডুবে, সাঁতারিয়া কাটাতাম কাল ;
বুকেতে হৃদয় নাই সদা উদাসীন তাই ;—
যাচিব কি মৎস্যদের সুখের কপাল ?
কি পুণ্য, কি পাপ করি, কি জনম লভি, হরি,
বলে দেও কোন্ পাপে মানুষে জনম ;
প্রাণান্ত যতন করে সে পাপ ত্যজিব দূরে—
সকল জীবের হেয় মানুষ অধম।

(৭)

মৃত্যু সহ স্মৃতিলোপ বিধির কৌশলে,
দেহ সহ পোড়ে মন চিতার অনলে।
কে জানে কি পুণ্যবলে—কিম্বা কোন্ পাপফলে
কেহ বা ইংরেজ, কেহ বঙ্গবাসী দীন ;
কেহ পূর্ণ, কেহ ক্ষীণ, কেহ জ্ঞানী, জ্ঞানহীন,
হিন্দুর বিধবা কেহ, ব্রাহ্মণ কুলীন।
কি কার্য্যের কি কারণ জানে না মানবগণ—
কি গূঢ় সমস্যাপূর্ণ ললাট-বিধান ;—
এটি বড় মন্দ, বিধি, মানব জানিত যদি
কারণের উৎপাদনে হতো সাবধান।
গূঢ় যদি না জানালে কেন হে বাসনা দিলে ?
কেন এই জ্ঞানতৃষ্ণা অনর্থ—বিফল ?
শুষ্ক সেই কণ্ঠে কভু—বড় দুষ্ট তুমি, বিভু,—
মাঝে মাঝে কেন দেও বিন্দু বিন্দু জল ?

গাদোয়ার-বিজয়।

"The fire devoureth the dwelling of the prince."

SIR W. SCOTT.

শ্বেতশিলা সুগ্রথিত সুরম্য প্রাসাদে
রজত আসনে বসি রায় মল্লরাও
একাকী ; বিষাদ-ছায়া-আচ্ছন্ন বদন।
শির'পরে চন্দ্রাতপ সুবর্ণখচিত
প্রাচীরে চিত্রিত চারু মূর্ত্তি সমুদায়
রাজোয়ারা-বীর-কীর্ত্তি লীলাবিবরণ।—
বাপ্পারাও গোপবেশে নাগদানগরে,
ঘেরি তাঁরে চূতমূলে বালিকা সকল
নৃত্যময়ী ; কোন স্থানে নির্জ্জন কাননে
শিলাসনে বাপ্পারাও, সম্মুখে বসিয়া
বালসহচর বালী আপন শোণিতে
পরাইছে রাজটীকা বাপ্পার ললাটে।
কোথা বাপ্পারাও বীর ধ্যান-মগ্ন-মন,
কেশরিবাহিনী দেবী সম্মুখে তাঁহার।
কোথাও চিত্রিত—করে শাণিত কৃপাণ,
বীরবেশ, সর্ব্বদেহ রুধির-আপ্লুত,
রণক্ষেত্রে বাপ্পারাও—বাম পদতলে
সেলিম গজনীপতি। অপর প্রাচীরে

বসিয়া সমরসিংহ মাতঙ্গ উপর
রাজবেশে ; সম্মুখেতে দিল্লী অধীশ্বর
পৃথ্বীরাজ সানুচর সমারোহ করি
স্বাগত কহিছে তাঁরে। কাগারের তীরে
চিত্রিত সমরক্ষেত্র—উন্মত্ত সমর—
বীরমদে শত্রু মিত্র স্তম্ভিত সকলে।
অন্যত্র জীবন্ত হেন রয়েছে লিখিত
চিতোরের আক্রমণ—ভীমসিংহ বীর
পরিবৃত বীরগণে চিতোর-প্রাচীরে ;
সম্মুখে যবন-সেনা—যবন-সাগর ;
আলাদ্দীন অগ্রভাগে মাগিছে বিনয়ে—
"চাহি না বিগ্রহ দেহ সন্ধি মহারাজ।"
এরি পাশে অন্য পট—চিতোর-আহব—
যবে একাদশ বীর—রাজশিশুগণ—
একে একে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে,
বীরমদে মাতোয়ারা ধাইছে সমরে ;
হাসিতেছে অন্তরীক্ষে খর্পরধারিণী
করালী চিতোরদেবী অট্ট খলখলে।
যবে দুগ্ধপোষ্য বীর আহত বাদল
ফিরি রণক্ষেত্র হতে করিছে বর্ণন
খুল্লমাতৃপদে পিতৃ-বীরত্ব-কাহিনী।
'জহর' ভীষণ যজ্ঞ—অগ্নিকুণ্ডে যবে

চিতোর-কুসুমকুল আহুতি সমান ;
ধাইছে অনলশিখা অত্যুচ্চ গগনে।
কোথাও চিত্রিত চারু আৰ্ব্বলী-কাননে
দাঁড়াইয়া অরিসিংহ, অনুচরগণ ;
সম্মুখে চন্দনবালা শিরে দুগ্ধভার,
শৃঙ্গে ধরি দুই করে মহিষ-মিথুন।
হেন বিধ শত চিত্রে উজ্জ্বল প্রাচীর,
কত ভাবে চেতাইছে দর্শকের মন।
সেবিছে কিঙ্করকুল রাজপদতলে
কেহ বা দক্ষিণে, বামে করিছে ব্যজন ;
কারো করে হেমময় তাম্বুল-আসন,
কারো আলবলা ; সবে নীরব নিশ্চল।
দ্বারপাল প্রবেশিল ;—ভূমিষ্ঠ হইয়া
কহে "মহারাজ দ্বারে তনয় তোমার—
পৃথ্বীরাজ, অভিলষে চরণ দর্শন।"
সুপ্তোত্থিতপ্রায় রাজা উঠিলা শিহরি ;
ক্ষণপরে রক্ষী পানে না চাহি কহিলা
ধীর বিকম্পিত স্বরে "আনহ তাহারে।"
উন্নত যুবক-মূৰ্ত্তি প্রবেশিয়া গৃহে
দীনবেশে পদ ছুঁয়ে করিল প্রণাম ;
বাপ্পারাও আলিঙ্গিয়া আশীষিলা সুতে।
কিছু ক্ষণে দৃঢ়স্বরে কহিলা "তনয়—

পৃথ্বীরাজ—যাহ তুমি মিবার ছাড়িয়া
এই দণ্ডে—যাহ তুমি—আছে যত দিন
সঙ্গরায় (ফিরে যদি আসে সে মিবারে)
কিম্বা জয়মল্ল মম কনিষ্ঠ কুমার
তত দিন পদক্ষেপ করো না হেথায়।
যাহ তুমি—যে বিক্রমে হানিলা সংগ্রামে
সেই বীর্য্যে কর গিয়ে জীবিকা অর্জ্জন।"
বাহিরিলা পৃথ্বীরাজ নমস্কার করি
নীরব প্রশান্ত মুখে; দ্বারে দাঁড়াইয়া
ছিল চির-সহচর বীর পঞ্চ জন—
জয়াশী, অভয়, শৃঙ্গ, জাহান, ভূধর;
হাসিয়া কহিলা সবে "জনকের গৃহে
যুটিবে না অন্ন মম—খেদাইলা তিনি
'যাহ চলি, নিজ তেজে করহ সংস্থান
জীবিকার' এই আজ্ঞা দিলেন আমারে।
চল তবে সখাগণ বিলম্ব বৃথায়।"

এক দিন 'আহেরিয়া'-উৎসব-সময়ে
প্রভাতে কাননমাঝে মহাকোলাহল;
কত বীর অশ্বপৃষ্ঠে ধাইছে চৌদিকে,
ধাইছে বরাহ, ব্যাঘ্র, বন্য পশুগণ
প্রাণভয়ে, পশুশিশু কাঁদিছে পশ্চাতে;
মহাত্রাসে বনপক্ষী আকাশে উড্ডীন

সুমিষ্ট কূজন ছাড়ি করিছে চীৎকার;
উৎপাটিত পুষ্পতরু দলিত কুসুম,
উদ্বেলিত বনভূমি সাগর সমান।
গভীর কানন যথা নিবেশি তথায়
সজ্জিত মৃগয়াবেশে অনুচরগণ
সংগোপনে, পৃথ্বীরাজ কহিলা মৃদুলে
"শুন ওঝা তুমি হেথা থাক লুকাইয়া
এই মম পঞ্চবিংশ যোদ্ধার সহিত;
আমার সঙ্কেত-শব্দ শুনিবে যখন
আক্রমিবে আহেরিয়া-মত্ত বীরগণে।
চতুর্দ্দিকে নাহি ক্ষমা নাহি পলায়ন;
মিলিও আমার সনে নগর-বাহিরে।"
এত কহি পৃথ্বীবাজ করিলা প্রস্থান।
কাননের প্রান্তে আসি পঞ্চ সখা সহ
লুকাইলা রাজপুত্র তরু গুল্মমাঝে,
যে যাহার অশ্বপৃষ্ঠে নীরব নিশ্চল,
মৃগয়ার পরিচ্ছদ, তীক্ষ্ণ বর্শা করে।
অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনি কানন বাহিরে
ক্ষণপরে, দৃঢ় হয়ে বসিলা বাহনে
বাঁধি ক্রম শস্ত্র করে রহে পৃথ্বীরাজ।
মুহূর্ত্তে ছুটিল পৃথ্বী, সম্মুখীন হয়ে
যেই অশ্বারোহী বনে করিল প্রবেশ—

মহামূল্য পরিচ্ছদে শোভিত শরীর,
গর্ব্বিত নয়নযুগ, দাম্ভিক ললাট—
কহে পৃথ্বী—"লহ অস্ত্র মিনা-অধিপতি,
মিবারপতির পুত্র পৃথ্বীরাজ আমি
আহ্বানি সমরে তোমা'—রাজদ্বেষী তুই,
আয় কাপুরুষ আজি বিনাশিব তোরে।"
হইল ক্ষণিক দ্বন্দ্ব; সহচরগণ
দেখিল আড়াল হতে মিনা-অধিপতি
গ্রথিত বিটপিকাণ্ডে বর্শার আঘাতে।
অত্যুচ্চে বংশীর ধ্বনি করি তিন বার
আহ্বানিয়া সখাগণে কহে পৃথ্বীরাজ
"গাদোয়ার দুর্গদ্বারে চল হে ত্বরায়।"
কাননান্তরাল হতে মুহূর্ত্তে তখন
তীরবেগে সাদিগণ হইল বাহির;
কত গিরিপাদ, বন, প্রান্তর বাহিয়া
ফেনমুখ অশ্বগণ ধাইল নিয়ত।
সহসা সংযমি বেগ কহে পৃথ্বীরাজ
"জয়াশী, সঙ্কেত-ধ্বনি করি পুনরায়।"
আবার বাজিল বাঁশী উচ্চে তিন বার।
দীর্ঘ শস্যক্ষেত্র হতে অমনি তখন
বাহিরিল সেনা এক; কহে প্রণমিয়া
"দুর্গ-বহির্দ্বারে আজি উৎসবের দিনে

অবারিত, রাজপুত্র, আসিছে যাইছে
কত জন কেহ কারে জিজ্ঞাসে না ফিরে;
শূন্যপ্রায় সেনাবাস—আছে যে ক'জন
উন্মত্ত মদিরাপানে বর্ব্বর সকল।
পর্ব্বতের কটিদেশে তরুগুল্মবনে
লুক্কায়িত সেনাগণ রয়েছে নীরবে;—
বর্ণে বর্ণে আজ্ঞা তব করেছি পালন।"
"সাবাসি" কহিলা পৃথ্বী—"এই পথে যাও
কহিও ওঝাকে শীঘ্র কার্য্য সম্পাদিয়া
উপনীত হতে হোথা গাদোয়ার দ্বারে।"
দিবা দুপ্রহর কালে দেখিল সকলে
গাদোয়ার-দুর্গ-চূড়ে প্রচণ্ড অনল;
বহিছে প্রবল বায়ু—হতেছে নিনাদ
ভাঙ্গিয়া প্রাচীর, ছাদ পড়িছে যখন;
ক্রোধান্ধের, ভয়ার্ত্তের বিরূপ চীৎকার
শোকার্ত্তের আর্ত্ত রবে যেতেছে ডুবিয়া;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঘাত-শব্দ উঠিছে কর্ক্কশ।
কেহ পলায়নপর স্খলিত-চরণ
পড়িছে পর্ব্বত-নিম্নে বিচূর্ণ শরীর;
অগ্নিময় দুর্গ হতে উল্লম্ফনে কেহ
কঠিন পাষাণে পড়ি ত্যজিছে জীবন।
নগরের অধিবাসী আবালস্থবির

নর-নারী-মিনাগণ ব্যাকুল পরাণ।—
মাতা শিশু কোলে লয়ে হয়েছে বাহির,
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে জ্যেষ্ঠা সহোদরা,
স্নেহময়ী সুতা, কোলে স্থবিরা জননী,
ছুটিতেছে ইতস্ততঃ ;—আঁধার নয়ন,
পদে পদে চ্যুতপদ লুণ্ঠিত শরীর,
আলু'থিত কেশদাম, বিচ্যুত বসন,
স্বেদ-শোণিতাক্ত দেহ মুখে হাহাকার।
নিরাপদ স্থানে রাখি আত্মপরিবার,
নমি পিতৃমাতৃপদে, চুম্বি প্রণয়িনী,
একবার শিশু পুত্রে করিয়া আদর,
ছুটিছে যুবক বীর সমরপ্রাঙ্গনে।
নিরস্ত সমর এবে—ভষ্মশেষ প্রায়
পুড়িয়াছে দুর্গসহ সর্ব্ব গাদোয়ার ;
শৃঙ্খলিত হতশেষ মিনা-বীরগণ।
সেই দিন নিশাকালে চন্দ্রিকা বিমল।
প্রান্তরের দূর্ব্বাদল, বৃক্ষের পল্লব,
পর্ব্বতের চূড়ারাশি চাকচিক্যময়।
সাঁতরিছে মৃদু বায়ু কিরণ-সাগরে।
মধুর সুরভিপূর্ণ আকাশ শীতল।
কহে পৃথ্বীরাজ বসি দূর্ব্বাদল'পরে
পর্ব্বতের মূলদেশে প্রশান্ত প্রান্তরে ;

চতুর্দ্দিকে হাস্যমুখ সখা সৈন্যগণ
"শুনিলে সঙ্কল্প মম ; থাক গাদোয়ারে
ওঝা ও সোলাকি ; হেথা করহ শাসন
বিধিমতে, শান্ত কর অধিবাসিগণে,
ব্যথিতে সান্ত্বনা কর, অবাধ্যে বুঝাও।
যাও তুমি চিতোরেতে প্রত্যুষে অভয়
জানায়ে প্রণতি মম কহিও পিতায়
'নির্ব্বাসিত পুত্র তাঁর তুচ্ছ পৃথ্বীরাজ
গাদোয়ার করি জয় নিজ বীর্য্যবলে
অর্জিছে জীবিকা হেথা আশীর্ব্বাদে তাঁর।' "

বিধুরা।

"For my heart and my eyes are full
When I think of the little boy that died."

J. D. Robinson.

(১)

কত হাসি হাসিত সে কত কথা কহিত,
কত কি কহিতে যেয়ে কহিতে পারিত না ;
তারে, সখি, কেন বিধি একবার দিল যদি
দুটী দিন আঁখি ভরি দেখিবারে দিল না ?—
দুটী দিন কোলে করি বুকের বুকেতে ধরি—
সে কত আছিল আশা কিছুই মিটিল না—

তিনি দুমাসের পরে আবার আসিলে ঘরে
বাছাকে আবার তারে দিব উপহার ;
সে সাধ আমার, সখি, মিটিল না আর।

(২)

এক দিন বুকে তুলি বসেছি বাছারে
মধুর পরশে তার অবশ শরীর ;
ক্ষুদ্র দুটী হাত তুলি কত রঙ্গে দুলি দুলি
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে হাসিয়া অধীর।
রাঙ্গারাঙ্গা গাল দুটী ভেঙ্গে যেন কুটী কুটী ;
বড় বড় চক্ষু দুটী—সখি রে আমার—
হেন দুটী চক্ষু তার— বিধাতা, তেমন আর—
তেমনি কোথায় যেয়ে দেখিব আবার ?
এ পিয়াসা কোথা যেয়ে করিব নিবার ?

(৩)

খেলিত জানালা পথে মধুর বাতাস
আমার বাছনি যবে খেলিত তথায় ;
মধুর গাইত পাখী আঙ্গিনার গাছে থাকি
বাছা যবে আধ আধ গাইত শয্যায় ;
সে সময়ে উপবনে হাসিত কুসুমগণে
যখন সে হারাধন হাসিত আমার।

এবে সে আমার নাই বাতাস বহে না তাই,
পাখীরা গায় না, ফুল ফোটে নাকো আর ;
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাই আঁধার আঁধার।

(৪)

ব্যাকুল পরাণ, সখি, লাগে অনিবার ;
অন্তরে বাহিরে সদা শূন্য শূন্য প্রায়—
শূন্য এই বুকে নিয়ে এই শূন্য বাহু দিয়ে
সদা সাপটিও তৃপ্তি ছিল না আমায়।
কি সুখে সুখিনী, সখি, কি সুখে আছিনু দুখী
কি সুখে সংসারী হয়ে ছিলাম হেথায় ;
এবে যে রে কাঁদি, হাসি, ভাবি যে নিরলে বসি,
সংসারে যে কাজ করি সবি শূন্যময় ;
নিশারো স্বপন সনে শূন্য অসারতা প্রাণে ;
অন্তরে বাহিরে, সখি, ঘটেছে প্রলয়
সমস্ত সংসার মম সেটী যেন নয়।

(৫)

যে দিন আসিল ঘরে—প্রথম যে দিন
কত আশা বুকে করে—প্রথম যখন
জিজ্ঞাসে মায়ের কাছে "খোকা, মা, কেমন আছে ?"
কাঁদিয়া ভূতলে মাতা হইলা লুণ্ঠন।

সে দিন সে ভাব দেখি সখি রে—রে প্রাণসখি,
বহে না চক্ষের জল—সরে না বচন।
ঘরেতে দাঁড়ায়ে ছিনু অবশে বসিতে গেনু
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পড়িনু ধরায়।
সেই, সখি, ভাল ছিল কেন রে চেতনা হলো
আবার জাগালে বিধি, কেন রে আমায়?—
এ শূন্য বেদীতে আর কি কাজ হেথায়?

পাখীর মনের কথা।

"In April here beneath the scented thorn
He heard the birds their morning caroles sing."
WORDSWORTH.

হেথা বসি আজি এই অপরাহ্নকালে
পাদমূলে নদী হৈম বীচি-মালাময়ী;
বরষা-সঙ্গমে আর ধরে না আহ্লাদ
কূলে কূলে ঢলে ঢলে পড়িছে গরবে;
কত বৃক্ষরাজি তীরে বিম্বিত সলিলে
কত পাখী বসি শাখে যে যার ভাষায়
যে যার মনের কথা কহিছে আপন।
"ক—অ—অ—নদি লো" কাক কহিছে নদীরে
"নদি লো বড়ই আজি দেখি অহঙ্কার

কোথা ছিল এ গরব দশ মাসে আর
শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, শিশিরে ?
আছিলি কঙ্কালসার ভূতলে পড়িয়া
বহে না জীবন, দেহ পূতিগন্ধময়,
শৃগালেও অকাতরে লঙ্ঘিত তোমারে।
আজি পেয়ে বরষারে বড়ই বেড়েছ
সর্ব্বদাই কলকল, বেগ অবিরাম।
বায়ু তোর উপপতি কলঙ্কি পাপিনি,
নাচিস্ উন্মত্ত হয়ে আসিলে সে পাপ।
বড় বাড়িয়াছ আজ তরঙ্গরঙ্গিণি,
ভুলিয়াছ পূর্ব্বদশা ;—মানুষ যেমন
ভোলে পূর্ব্ব-হীন-দশা সম্পদের কালে ;
যে ভাগ্যের অস্থিরত্বে বিপদে সম্পদ
সম্পদে বিপদো সেই অদৈশ্বর্য্যের ফল।
আজি বড় বাড়িয়াছ—আসুক শরৎ
আসুক শীতের রবি—দেখিব তখন।"

কহে মিষ্ট-চাটুভাষী বসন্তের চর
ভগ্নকণ্ঠে বকুলের পল্লব-আড়ালে।—
"নদি রে—কুহু হু নদি, সংসারের লোক
সবাই কুলোক তারা ; নিন্দা করে মোরে—
আমি নাকি সকলের বসন্তে বান্ধব
বিপদ বরষাকালে কারো কেহ নই।—

তুমি নদি, সাক্ষী আছ মিথ্যা বলে তারা।
বুঝে না মানুষ মূর্থ নাহি কালাকাল
বসন্ত কি বরষার—সুখ কি দুঃখের ;
যে জন নির্ম্মলচিত্ত বসন্ত তাহার
অপরের চিরদিনি বরষা দুর্দ্দিন।
কারো মনকুঞ্জে আমি চির কুহুময়
পঙ্কিল কাহারো মনে নহি কোন দিন।
বর্ষায় বসন্ত আজি তোমার তটিনি,
তাই আজি তব কূলে করিছি কূজন
তোমারি সুখেতে সুখী। রবি, চন্দ্র, তারা
সদা ঢেকে থাকে মুখ মেঘের আড়ালে
ঈর্ষায় তোমার সুখে। আমি কল্লোলিনি,
নহিক বিমুখ কারে যে জানে ডাকিতে।”
শাখে বসি মাছরঙ্গী নদী পানে চেয়ে
কহে পাখী “কোন্ খানে লুকাইলে বল
আমার লক্ষ্যের মাছ তটিনি সুন্দরি,
বক্ষ-বাস আবরণে ? তুমি গো জননী,
জননীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ তাই।
অকৃতজ্ঞ পুত্র তব এই মৎস্যগণ
ছেড়ে তোমা যায় সবে দুঃখের সময়ে
যবে শীর্ণা ক্ষীণা হয়ে পড়ে থাক হেথা ;
শুধু ক্ষুদ্র মৎস্যগণ ছাড়ে না তোমায়

কিবা তব দুঃসময়ে কিবা সুসময়ে।
তা তটিনি এই রীতি মানুষেরো ঘরে
ক্ষুদ্র যারা—ঘৃণ্য যারা, গরীব কাঙ্গাল
দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি তাদেরি কেবল।"
ধায়ি ধায়ি ঊর্দ্ধপানে কহিছে চাতকী
"আমি লো সতিনী তোর নদি, চাতকিনী ;
বড় গর্ব্ব দেখি তোর ; তবু পদতলে—
তবু ত কর্দ্দমে পড়ি যাস্ গড়াগড়ি।
আমার কপাল দেখে জ্বলে পুড়ে মর্।
তাদের জলদ যানে চড়িয়াছি দ্যাখ্
আকাশ-উদ্যানে দ্যাখ্ করিল বিহার ;
আমারি সন্তাষা আগে শেষে ছেড়ে দিলে
দয়া করি, তোর মাথে করে পদ দান।
তা কেন হিংসায় জ্বলে মরিস্ তটিনি,
সারাদিন কল কল কোন্দল কেবল ?
এমন কুটিলগতি নাহিক ভুবনে
তোর মত সর্ব্বনাশি, মায়াবি রাক্ষসি ;—
কখনো প্রশান্তমূর্ত্তি নির্ম্মল বদন,
স্বর্গীয় আকাশ-শোভা বিম্বিত তথায়,
কনক বসনে কভু কহিনুর ফুল,
সুশীত মারুত তোর মৃদুল নিশ্বাস,
মৃদুল মধুর গীতি কুলু কুলু তান ;—

মজে রে পাষাণো তোর সে শোভা দেখিয়া—
ইচ্ছা করে ঝাঁপ দিয়ে পাড়ি তোর কোলে।
কিন্তু হেথা বক্ষে তোর আছে লুক্কায়িত—
মানুষের অন্ধকার মানসে যেমন—
হাঙ্গর কুম্ভীর ভীম শমন দোসর।
কত সর্ব্বনাশ তুই করেছিস্ নদি,
কত না নন্দনবন করেছিস্ গ্রাস ?
যেথা সৌধমালা ছিল, যেথায় উদ্যান
আজি তোর কালগর্ভে হয়েছে বিলীন।
মাতৃবক্ষ শূন্য করে কত না তনয়ে,
বাঙ্গালীর বালবধূ বিধবা করিয়া
কত পতি, কত পিতা, সোদরা, জননী
পাপিনি, কতই তুই করেছিস্ গ্রাস ?
ভীম প্রভঞ্জনে বক্ষে করিয়ে গ্রহণ,
কেশপাশ মুক্ত করি উলঙ্গিনী হয়ে,
মুখে ভীম নাদ যবে আস্ফালন কর
দুকূল ভাঙ্গিয়া যবে ধাও তরঙ্গিণি,
তোমার সে মূর্ত্তি দেখি ত্রাসিত সংসার।
এত আস্ফালন তাই দুর্গতি তোমার—
বেঁধেছে শিকল গলে দুর্ব্বল মানব,
লৌহতর তার তব হেমকণ্ঠ হার ;
যার যত গর্ব্ব তত খর্ব্ব হয় তার।

এক দিনের সন্ধ্যাকালে।

"তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"

ভবভূতি।

(১)

আজি এই সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যার আঁধারে
শূন্য মম গৃহধাম—শূন্য এ হৃদয়;
নিরানন্দ দশ দিশি, আকাশে হাসে না শশী,
উদ্যানে ফুটে না ফুল, বহে না মলয়,
গৃহে যত তরুলতা অধোমুখে রয়।
সন্ধ্যায় গায় না পাখী নীড় তরুশাখে থাকি,
গৃহে আজি শিশুদের নাহি কোলাহল;—
বিষাদ হৃদয়ে ভরা, বিষাদে সকল।

(২)

বরষা এসেছে জল দুয়ারে দুয়ারে;
গৃহ-কোণে কত ঢেউ খেলাইত জল;
বসি পাখী নীচু ডালে আপনা দেখিত জলে
'ডুব্' খেলাইত কত বোঁটা-ছেঁড়া ফল
ভাসাত খোলের ডিঙ্গি বালকের দল।
গৃহস্থের বালা সবে নাইতে যাইত যবে
পূজার নির্ম্মাল্য ফুল দিত বিসর্জ্জন;

সে আমার ঘাটে দিয়া জলে ঢেউ দিয়া দিয়া
কত রঙ্গ করিত সে করেছি দর্শন।—
সে দিন কোথায় এবে কোথায় সে ধন।

(৩)

এক দিন অপরাহ্নে মেঘে ঢাকা রবি,
ছিদ্রপথে ছুটিতেছে সহস্র কিরণ।
'এসো' 'এসো' কথা মুখে বাঁশঝাড় থেকে থেকে
বুকে তুলি লইতেছে আদরে পবন।
কত পাখী কত খানে ডাকিছে আপন।
আমাদের বাড়ী বেড়ি কত আসে যায় তরি
অনুদিন দেখি বসে বাড়ীর বাহিরে;
সে দিনো আসিল কত আবার হইল গত;
কিন্তু কে জানিত, হায়! সর্ব্বনাশ করে
ঘাটে যে আসিবে তরি নিয়ে যেতে তারে।

(৪)

বাড়ীর পাছের ঘাটে লাগিল তরণী,
ছুটিয়া শিশুর দল যাইল দেখিতে।
মুহূর্ত্তে শুনিনু সবে তাহাকে লইয়া যাবে
অসুস্থা জননী তার শুশ্রূষা করিতে।
পাইল সে অনুমতি উঠিল ত্বরিতে।
আমি বাঙ্গালীর ছেলে সেই অপরাহ্নকালে
নিশা নয়; দেখা শুনা হলো না আমার;

ঘরে লুক্কায়িত থেকে দেখিতে গেলাম তাকে
তাও নারীকুল তারে ঘেরিল আবার;
যে দেখা হলো না সেই হইল না আর।

(৫)

সেই দিন সন্ধ্যাকালে শয্যা-গৃহে যেয়ে—
শূন্য মম শয্যা-গৃহ—শূন্য সে শ্মশান!
সেই তক্তপোষ'পরে লেটের মশারি প'ড়ে,
সেই দুগ্ধফেন শয্যা, সেই উপাধান;—
সেই সে সকলি কিন্তু শূন্য শূন্য প্রাণ!
যেখানে বসিত গিয়া আরশী চিরুণী নিয়া
গাছ কত ছেঁড়া ফিতা পড়িয়া তথায়;
যেখানে দুপুরে আসি লিখিত পড়িত বসি
ছেঁড়া 'নারীশিক্ষা' তথা গড়াগড়ি যায়,
বর্ষায় পদ্মার চরে শূন্য-গৃহপ্রায়।

(৬)

ক্ষণিক বিরহে আজি আকুল পরাণ
চির-বিরহের দিনে কি হবে উপায়?—
মৃত্যু দিনে, হরি হরি! ভাবিতেও নাহি পারি
ভাবিতেও মন যেন ফিরে ফিরে যায়—
চমকিয়া উঠে মন মিথ্যা কল্পনায়;—
মিথ্যা? একি মিথ্যা ভয়? এ কল্পনা স্বপ্নময়?
সত্য তবে কি বা আছে আর?

মৃত্যু বিনা এ সংসারে সত্য আর আছে কি রে
এমন অভ্রান্ত স্থির আছে কি আবার ?
'মৃত্যু' শব্দ মনে হলে মনেরে কতই ব'লে
কতই না ব'লে করি আশ্বাস প্রদান—
"মন, তোর ভয় নেই বিধি-লিপি খণ্ডিবেই
সংসারের সত্য হেথা হইবেই আন।
তোর আপনার যারা কভু মরিবে না তারা ;
কেমনে মরিবে তারা ?—কেন ?—কি কারণ ?
তারা সবে মলে পরে থাকিবি কেমন করে ?
এঁ্যা মন ?—এঁ্যা ?—বুঝিলি না ?—বুঝিলি না মন ?

(৭)

সংসারের দশ দিকে যে দিকে তাকাই
কেবল মরণ—শুদ্ধ—নিরেট মরণ ——
আকাশের রবি, শশী, কহিনুর তারারাশি,
দিবানিশি অস্ত যায় শমন সদন ;
যে যায় সেই কি ফিরে করে আগমন ?
বৃক্ষে শুষ্ক পত্র পড়ে, বৃন্তের কুসুম ঝরে
গাঙ্গের শুকায়ে জল গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় ;
স্থল মরে জল হয় লোকালয়ে বন লয়
পাষাণ পর্ব্বত অন্তে সাগর প্রলয় ;
যে গতি জীবের তাতো দেখি সমুদয়।

পুথি খুলি পড়িবার— রচয়িতা কে ইহার ?
কার কথা লেখা ইথে ? কোথায় সে জন ?
হয় মৃত গ্রন্থকার নায়ক, নায়িকা তার,
কিম্বা সকলেই এক কালের ভবন।
এই ষ্টিল্‌পেনে লিখি ওই যে দর্পণে দেখি
ওই যে বিবিধ দ্রব্য কাহার স্বজন ?
কেন ?—সে মরেছে বুঝি অথবা রয়েছে বাঁচি
মরিবে দু'দিন পরে—যখন তখন ;—
তাই বলি এ ব্রহ্মাণ্ডে কেবলি মরণ।

(৮)

কেবল মরণ নাই তাহারি আমার ;
স্পর্শিতে পারে না মৃত্যু সে দিব্য শরীর ;
স্থূলের মরণ হয় ; সে আমার স্থূল নয়
সে আমার পঞ্চভূত বিশ্বের বাহির ;
মৃত্যু তার কাছে গেলে মরিবে সুস্থির।
আমি তারে দেখি নাই, আমি তারে শুনি নাই
আমি তারে ছুঁই নাই—পারি নি ছুঁইতে ;
শুধু অনুভব করি বুক ভরি—প্রাণ ভরি
সমস্ত স্বজন ভরি সমস্ত জগতে ;—
তাহার বিয়োগ নাই এ জগত হতে !

—— —

শিওরী বালিকা।

"————— I never heard
Of any true affection, but 't was nipt
With care —————"

MIDDLETON.
(As quoted by W. Irving.)

কহে সে ভাবুকবর "বৎসরেক গত
পুণ্যভূমি রাজস্থানে উদাসীর বেশে—
যে বেশে এ চিরকাল ভ্রমিনু ধরায়
একাকী সহায়হীন স্বদেশে বিদেশে—
একাকী ভাবনাহীন—সম্পর্কবিহীন—
আপনা-বিহীন—নহি গৃহী কি সন্ন্যাসী
যে ভাবে দেখিছ, এই ভাবে এক দিন
বনাস তটিনী-তীরে রহিয়াছি বসি।

বেলা অপরাহ্ন—রবি পশ্চিম গগনে,
চাহি, তরুতলে বসি, আকাশের গায়
শাদা শাদা মেঘগুলি উড়িছে পবনে
একটী গায়িছে পাখী অবোধ্য ভাষায়।
অদূরে উদয়পুরে প্রাসাদ সকল
নেত্রপথ-অন্তে ধূম্র মেঘের মতন;
অন্যমনে দেখিতেছি আর্ব্বলী অচল
নগরের মন্দ কল করি'ছি শ্রবণ।

মৃদু মন্দ সমীরণ—শ্যামল শয্যায়
বৃক্ষে পৃষ্ঠ রাখি অর্দ্ধশয়নে যেমন
কত কথা আশৈশব আসিছে চিন্তায়
কত লোকালয়, নদী, পর্ব্বত, কানন,
কত মুখ—ভাবিতে যা হারাই হারাই
কত সুধামাখা কথা—অস্ফুট স্বপন—
কত মুক্তা অশ্রুজল, দৃষ্টি ব্রীড়াময়ী
কত গৃহ, বৃক্ষতল, সর, উপবন।
হেন কালে চমকিনু। উঠাল আমায়
হাতে ধরি রাজপুত বন্ধু এক জন;
"যাবে চল, এত সাধ আর্ব্বলীর গায়
অকৃত্রিম বন্য শোভা দেখিবে কেমন।
পুণ্যভূমি আর্ব্বলীর প্রত্যেক খর্পরে
প্রতি উপত্যকা-ভূমে, কন্দরেতে পশি
রাজোয়ারা বীরকীর্ত্তি জ্বলন্ত অক্ষরে
প্রস্তরে খোদিত, চল দেখিবে বিদেশি!
যবন-শোণিতে আর আর্য্যের রুধিরে
মিশিয়ে গৈরিক ভূমে লোহিত নির্ঝর
আজিও শিখর হতে ভ্রমে রে শিখরে;
দেখিবে কঙ্কালস্তূপে বর্দ্ধিত শিখর?
চিরস্মরণীয়—সৃষ্টি রবে যত দিন—
একটী বালুকাকণা রহিবে ধরায়;

চন্দ্র সূর্য্য যত কাল হবে না বিলীন;
প্রাণিবংশ ধরাধামে করিবে বিহার;
স্বদেশবৎসল বীর যোদ্ধার আদর,
স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা মনের
থাকিবে দুর্লভ রত্ন ধরণীভিতর
তত দিন অবিনাশি, শরণ্য ভবের
শিশোদিয়াবংশীয়ের লীলা-রঙ্গভূমি
এই আর্ব্বলীর গুহা, সঙ্কট, কানন;
আঁধার সে নাট্যশালা—দেখিবে কি তুমি?—
বিদেশি, কালের বশে হয়েছে এখন।
দেখিবে কি?—রক্তস্রোতে তটিনী যথায়
আজি কল-নির্ঝরিণী বহে রে সেখানে
নর, অশ্ব বক্ষ ভেদি আঁধার শাখায়
আজিকে বিরাজে দীর্ঘ মহীরুহগণে।
অদৃশ্য সে তরুতল—বিশ্রাম আসন—
নষ্ট সে কন্দর দুর্গ আশ্রয় যথায়;
বিদেশি, নীবব আজি আর্ব্বলীভবন;
জাগ্রত মানসে শুধু, কবির জিহ্বায়।—
"যাবে তুমি?"—কিছুকাল নীরব বিহ্বল
"যাব আমি।" কহিলাম মুখ পানে তার
চাহি;—সে বিস্ফার আঁখি আরক্ত কপোল;
"যাব আমি।" হাতে ধরি কহিনু আবার।

পরদিন প্রাতে উঠি মিলি দুই জন
চলিনু কখনো দ্রুত, সুধীর গমনে
পথ যেতে কত কথা—বালক যেমন—
জিজ্ঞাসিনু উত্তরিনু দুজনা দুজনে।
যাইতে প্রান্তর-পথে গায়িছে রাখাল
গো, মহিষ, মেষপাল চরিছে স্বাধীন
'টোং' বাঁধি শস্যক্ষেত্রে বসি শস্যপাল ;
কোথাও পতিত ক্ষেত্র তৃণশস্যহীন।
তীরপথে—নদীজলে শ্বেত পক্ষ তুলি
চলিছে তরণী দাঁড়, ক্ষেপণী তাড়নে
নবীনা, প্রবীণা, শিশু বেলাভূমে মিলি
কেহ স্নানে রত কেহ চেয়ে তরি পানে।
বালিতে খেলিছে শিশু ঝাঁপিতেছে জলে।
পল্লীগৃহতরুময় তীরের অদূরে
যে যাহার কার্য্যে রত গৃহস্থ সকলে
যেতেছে আসিছে লোক কত পথ ধরে।
যেতে বনপথ দিয়া সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন
বিহঙ্গ উড়িছে শত শাখায় শাখায়
বিরল প্রবেশ রবি, বন্য পশুগণ
বসিয়া বিচিত্র বর্ণ দূর্ব্বার শয্যায়।
উচ্চ খড় বন কোথা, পদ শব্দ পেয়ে
বিলোড়ি ধায়িছে পশু ; কোথা বা পল্বল

প্রকাণ্ড মহিষগণে দেখিনু সভয়ে ;
শাখায় শাখায় ঝুলি বানরের দল।
বনজ কুসুম-তরু—অযত্নে পুষ্পিত
বিফলে আমোদি বন শুকাইছে পড়ি ;
কত তরু ফলে ঢাকা গৃহ বনজাত
কত বৃক্ষ দাঁড়াইয়া মেঘ মাথে করি।
অনাচ্ছন্ন এক স্থানে এক তরু তলে,
দেখিনু বিশ্রামে বসি, সহস্র কঙ্কাল
কত ভগ্ন অস্ত্রখণ্ড পড়িয়া ভূতলে ;
কোথা বা দেখিনু ভগ্ন প্রাসাদ বিশাল।
একটা দীর্ঘিকা ; ভগ্ন, মলিন সোপান ;
তীরে তরুমালা ; জলে কুমুদ, কমল ;
গাঢ় কৃষ্ণজল ;—স্তব্ধ, শূন্য সর্ব্বস্থান ;
অস্ফুট আরাব কভু শাখায় কেবল।
সচন্দ্রমা দুপ্রহর যামিনী যখন
ইচ্ছা করে—এই খানে সমদুঃখী সনে—
ভাষাহীন বুক যার আমার মতন
গাই মিলি বসি ওই ইষ্টক আসনে।
সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেয়ে আর্ব্বলীর মূলে
ধীরে ধীরে করিলাম গিরি আরোহণ ;
সে কি পথ ?—পদে, বুকে, বসে, হেলে, দুলে
বৃক্ষমূল, শাখা, কাণ্ড করিয়া ধারণ।

পাষাণ ভেদিয়া উচ্চ মহীরুহগণ
কোথাও নিবিড় শ্রেণী কোথাও বিরল ;
আঁধার সঙ্কট গুহা করিনু দর্শন,
উপত্যকা অধিত্যকা নীরব সকল ।
ধূসর চন্দ্রমা-করে অস্ফুট দর্শন
শিখর উপরে উচ্চ শিখর সকল ;
শৃঙ্গে শৃঙ্গে নির্ঝরিণী করিছে ভ্রমণ
সম্মুখে, পশ্চাতে, দূরে করি কলকল ।
কত উপত্যকা-ভূমি শ্যাম শস্যময়
অদূরে শিওরীদের কুটীর নিকর
বাড়ীগুলি বিশৃঙ্খল—শ্রেণীবদ্ধ নয়
কোথা অর্দ্ধ ক্রোশ কোথা ক্রোশেক অন্তর ।
বৃক্ষকাণ্ডশাখাময় প্রাচীব বেষ্টন
কত ফলফুলগাছ ভিতরে বাহিরে ;
গায় পাখী শাখে শাখে স্বাধীন জীবন
সতেজ প্রফুল্ল বায়ু বহে সে শিখরে ।
একতানে কুলু কুলু, পবন, কূজন ;
একতান মন প্রাণ অধিবাসী যারা ;
যে দুঃখে সংসার মরু জানে না কেমন—
আজিকার পৃথিবীর নহে যেন তারা ।
দণ্ডেক যামিনী যবে দেখিনু অদূরে
একটী আলোক-ধারা বৃক্ষচ্ছেদ-পথে

আমি আর সহচর তাই লক্ষ্য করে—
জ্বলিছে নিভিছে কভু—চলিনু ত্বরিতে।
উপজিনু শেষে এক প্রাচীরের পাশে
শাখা কাণ্ডে বিনির্ম্মিত বেষ্টিয়া আলয়ে;
সমস্ত শরীরে স্বেদ পথ-শ্রম-বশে
ধীরে চলিলাম মুছি উত্তরীয় দিয়ে।
ত্রয়োদশী শশিকরে ধূসর সাগরে
মৃদুল পবনে দিয়ে বসন অঞ্চল
আলুয়িত কেশরাশি পৃষ্ঠ বাহু'পরে
দেখিনু বালিকা এক দাঁড়ায়ে অটল।
পদতলে শ্যাম শয্যা, মাথার উপরে
নীরবে ভাসিছে শশী তারাদল সনে,
বৃক্ষদেহে হেলি এক নিম্ন শাখা ধরে
দাঁড়ায়ে নীরবে চাহি একতান মনে;—
স্তব্ধ, সংজ্ঞাহীন, স্থির পুত্তলী যেমন
আমরা যে পাশে গেনু চাহে না—নড়ে না—
চন্দ্রিকা পড়েছে দেহে করিনু দর্শন
জীবনের চিহ্ন শ্বাস তাও বা বহে না;
চন্দ্রিকা পড়েছে মুখে দেখিনু চাহিয়া
বিষাদের, নৈরাশ্যের, ঔদাস্যের কালী,
নব ফুল্ল মালতীর বদন ঢাকিয়া
গোধূলি আঁধার যেন রাখিয়াছে ঢালি।

সরস উদ্যান হতে নব ব্রততীরে
কে যেন নিদয় আনি রোপেছে মরুতে ;
কপোতীর বক্ষ হতে নিষাদের শরে
খসিয়াছে মাংসখণ্ড দারুণ আঘাতে।
বহুক্ষণ দাঁড়াইয়ে—বসিয়ে—দাঁড়ায়ে
চেয়ে সেই মুখপানে ব্যথিত করুণ—
হতেছিল প্রতিঘাত আমারো হৃদয়ে
যে তরঙ্গঘাত তার হৃদয়ে দারুণ।
কতক্ষণে স্বপ্ন ভাঙ্গি জাগিল রমণী,
কতক্ষণে হস্ত পদ দেহ সঞ্চালন,
বদনের বর্ণ কিছু ফিরিল অমনি,
যুগপৎ দেহে যেন আসিল জীবন।
বুঝিনু পাতল করি অর্দ্ধেক হৃদয়
গোটা কত দীর্ঘশ্বাস বহিল যেমন ;
উৎসুকতা, সরলতা, করুণতাময়
আমা দোঁহাকার পানে চাহিল লোচন।
"কি চাহ পথিক ?" কথা পারিনু বুঝিতে ;
আমি ত স্তম্ভিত—হৃদে ভকতি বিস্ময় ;
সহচর কহিলেন "দূর দেশ হতে
এসেছি আমরা—আজি প্রার্থনা আশ্রয়।"
তখন সুধীর পদে পথ দেখাইয়া—
মৃদুল পবনে পড়ে সেফালিকা যেন—

বালিকা চলিল সেই প্রাচীর বেড়িয়া
চক্ষু রাখি তারি পানে করিনু সরণ।
গৃহে গিয়া দেখিলাম গৃহস্বামী যিনি
করিলা আদর করি অতিথিসৎকার
আহারের শয়নের ব্যবস্থা আপনি ;
কত সুখ উপজিল ব্যবহারে তাঁর।
কিন্তু দেখিলাম তার প্রফুল্ল ললাটে
একটী বিষাদ-রেখা প্রকাশ কখন ;
যে হাসি ভাতিল যেন নহে অকপটে
কথাক্রমে অনাবিষ্ট দেখিনু যেমন।
দ্বিযামা যামিনী যবে সহসা জাগিনু
অন্তঃপুরে ক্রন্দনের কোলাহল শুনে
প্রাণটা চমকি যেন উঠিয়া বসিনু,
ভাঙ্গা ঘুমঘোর, তবু পাতিয়া শ্রবণে।
করুণ কাকলী কভু, নিরাশ রোদন,
ভগ্নপ্রাণ নৈরাশ্যের উচ্ছ্বসিত কথা,
রুদ্ধকণ্ঠ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কখন
অলক্ষিতে প্রকাশিছে হৃদয়ের ব্যথা।
গৃহস্বামী সনে শেষে যাইনু অন্দরে
আমি আর সহচর আহ্বানে তাহার ;
স্তম্ভিত উদ্‌বিগ্ন শুনি দেখেছিনু যারে
অন্তিম সময় বুঝি সেই বালিকার।

গৃহে প্রবেশিনু গিয়া উৎসুক নয়নে
অন্য যে ইন্দ্রিয় চারি নয়নাগ্রে যেন—
অন্য দিকে লক্ষ্য নাই অন্য চিন্তা মনে—
দেখিতে সে বনফুল ছিন্নবৃন্ত হেন।
দেখিনু—পালঙ্ক'পরে ধবল শয্যায়
নিম্ন উপাধানে ক্ষুদ্র মস্তক রাখিয়া,
দীর্ঘ-মুক্ত কেশরাশি লুটিছে ধরায়,
হস্তদ্বয় বক্ষস্থলে রয়েছে পড়িয়া;
নিমীল নয়নপত্র, সুগোল সুন্দর
বিশুষ্ক সংলগ্ন প্রায় ওষ্ঠাধর তার,
ক্ষুদ্র শ্বেত দন্ত-আভা হতেছে বাহির,
নিশ্বাস নীরবে ধীরে বহিছে বামার;
ক্ষীণপ্রভা অবিচল ক্লান্ত মুখশশী,
নেত্র-কোণে অবিচল দুই বিন্দু বারি,
গড়ায়িছে ভালে স্বেদ ফোঁটা ফোঁটা মিশি,
আঞ্চান বসন কোথা আছে গেছে পড়ি।
তন্দ্রাময়ী, কভু শুষ্ক নড়িছে অধর,
কেশগুচ্ছ, বস্ত্রাঞ্চল সুধীর ব্যজনে;
ক্ষীণ দীপালোকে তার মুখের উপর—
মলিন নলিনী যেন চন্দ্রিকা-পতনে।
বিদরে হৃদয় সেই মুখ পানে চেয়ে
অজ্ঞাতে নয়নজল উছলিয়া পড়ে,

কেমন বিষাদ আসি ঢাকে রে হৃদয়ে—
নিঠুর বিধাতা! ধিক্ মিছার সংসারে!
স্নেহের প্রতিমা মাতা বসিয়া শিয়রে,
নেত্রযুগে অবিরল বহিতেছে ধারা;
শয্যাপার্শ্বে বসি পিতা তালবৃন্ত করে;
নীরব নিস্তব্ধ সবে প্রতিবেশী যারা।
তন্দ্রা স্বপ্নময়ী—দেখি কিছু কাল গত,
নীরব নিশ্বাস কভু বহিছে সজোরে,
বদনে বিকৃত ভাব, ললাট কুঞ্চিত,
কভু স্থির অশ্রুবিন্দু পড়িতেছে ঝরে।
খট্টার সম্মুখে বসি গালে হাত দিয়া,
নিস্প্রভ লাবণ্য সেই চাহি মুখ পানে;—
প্রবল চিন্তার স্রোত যেতেছে বহিয়া
অন্তরের তট ভাঙ্গি সহস্র তাড়নে।
পীড়িতার পিতা আসি কহিলা আমারে
"এ যে কি বিষম পীড়া বুঝি না কেমন;
আমাদের বৈদ্য যাঁরা দেখানু তাঁদেরে
ব্যাধির আজিও কিছু হল না দমন।
কেমন হয়েছে আজি এক পক্ষ যায়
নিশি দিন কি ভাবনা সজনে বিজনে,
সদাকাল জ্ঞানহারা মতিহারা প্রায়,
রুচি নাই গৃহকার্য্যে, অশনে শয়নে।

বিষাদ মলিন-মুখী বাছনি আমার
এই এক পক্ষে দেহ কঙ্কাল কেবল,
মানসনন্দিনী—আহা! মূরতি উহার
সে লাবণ্য সে মাধুর্য্য ফুরাল সকল।
বিদেশি, সে প্রফুল্লতা, চঞ্চলতা আর
সারাদিন হাসি-হাসি নাহি সে বদন;
সোহাগে সে ঢলঢল বচন সুতার
সে নয়ন, সে চলন নাহিকো এখন।
গাছে গাছে ফুল তুলি পথে পথে গেয়ে,
খেলিয়ে মৃগের সাথে শিখরে শিখরে,
পথভ্রান্ত পথিকেরে পথ দেখাইয়ে,
অতিথির সেবা করি প্রফুল্ল অন্তরে,
রোগীর শিয়রে বসি, শিশু কোলে লয়ে,
তাপিতেরে স্নিগ্ধ করি সলিল সেচনে,
যে কাঁদে শোকেতে তার অশ্রু মুছাইয়ে,
নাই যার তুষি তারে অভাব পূরণে,
বিদেশি, তনয়া মম বিরাজিত হেথা
এই পর্ব্বতের ফুল্ল মলয় যেমন—
শ্যাম শস্যক্ষেত্র হেন নির্ঝর আশ্রিতা
নয়নের তৃপ্তি, শান্তি—মানসনন্দন।
নীচে অধিত্যকা-ভূমে স্থাপিয়া শিবির
মিবারের সেনাবৃন্দ আছিল হেথায়

সদাকাল কলকল—অস্ফুট অধীর
দূরে জলপ্রপাতের আরাবের প্রায়।
পশ্চাতে কানন পশু পলাইল ত্যজি
পাখী না বসিত তথা শাখায় শাখায়
তাই মৃগয়ার তরে দলে দলে সাজি
মাঝে মাঝে বীরগণ আসিত হেথায়।
একটী যুবক দৃঢ়, উন্নত-শরীর
গৃহপ্রাঙ্গনের অই তামালের মত
রাজোপম মূর্ত্তি, বাক্য তৃষিতের নীর
দেখে বুঝেছিনু তারে উচ্চবংশজাত।
কটিবন্ধে অসি, দীর্ঘ বর্শা করে লয়ে,
মৃগয়ায় যেতে পথে মধ্যাহ্ন যখন,
এক দিন সঙ্গীহীন পিপাসার্ত্ত হয়ে
কুক্ষণে এ গৃহে পদ করিল অর্পণ।
কত সমাদর করে বসানু আসনে,
তনয়ারে ডাকিলাম সেবিতে তাহায়,—
হায়, কেন ডাকিলাম—কেন না আপনে
উচিত সৎকার করি করিনু বিদায়?
না যদি দেখিত তারে হতো না এমন
অকালে না হারাতাম সুতায় আমার—
যদি না করিত যুবা হেথা আগমন—
হেথা সেনাবাস যদি না হতো রাজার।—

তনয়ারে ডাকিলাম অতিথি-সেবনে
কুক্ষণে আসিল বালা—জানকী যেমন
ভিক্ষা দিতে দশাননে পঞ্চবটী বনে—
অভাগিনী আজি তাই হারায় জীবন।
বসি দোঁহে, চাহি দোঁহে দোঁহাকার পানে
সরলা হরিণীবালা নিষাদে নেহারে ;
অবোধিনী সংজ্ঞাহীনা জানি কি তখনে
জ্বরে সে পিপাসা-তৃপ্তি বিকারের তরে ?
ব্যজন দক্ষিণ করে ভূমিতলে বসি
আত্মহারা তার পানে নির্লজ্জ নয়ন—
মুখে বুকে কেশরাশি পড়িয়াছে খসি
হাতের ব্যজন হাতে—নড়ে না ব্যজন।
গণ্ড তার অসি-মূল-ন্যস্ত করতলে,
দক্ষিণে সুন্দর ভঙ্গি গ্রীবা হেলাইয়া ;
কত বিন্দু ঘর্ম্ম গণ্ড, নাসিকা, কপালে
অপলক তনয়ার পানে তাকাইয়া।
দেখিনু বিমুগ্ধ-চিত্ত,—দেখি নি কখন
এমন মোহিনী ছবি চিত্রপটে যেন—
না পারিনু প্রাণ ধরি করি নিবারণ—
কে সে অন্তদয় শিলা ছিঁড়ে চিত্র হেন ?
সে দিন যুবক আর গেল না কাননে
সে দিন মৃগয়া আর হল না তাহার

দণ্ড চারি নিশি যবে অশ্ব আরোহণে
ধীরে ধীরে শিবিরেতে গেল আপনার।
সেই হতে প্রতিদিন আসিত হেথায়
আমার অলক্ষ্যে কভু, প্রকাশ্যে কখন
গৃহে, বনে, নদীতীরে, বৃক্ষের ছায়ায়
তনয়া সংহতি তার করিত ভ্রমণ।
গাইত যুবক উচ্চ সমর-সঙ্গীত
পদমূলে বসি বালা চেয়ে মুখ পানে
তাহারি মতন করি গাইতে সে গীত
প্রেমগীতি হেন যেন ভাসিত পরাণে।
অন্তরাল হতে কভু দেখেছি গোপনে
ফল ফুল পাড়ি যুবা দিত আনি তারে
মালা গাঁথি পরাইত পরিত দুজনে
বালিকা খেলিত কভু অসি বর্শা ধরে।
সেই সুখ-স্বপ্ন আমি ভাঙ্গি নি দোঁহার
কি আশা-ছলনে ভুলি বুঝি না এখন ;
হয়েছিল যাদুমুগ্ধ পরাণ আমার,
যুবকের হয়েছিল আত্মবিস্মরণ।
এক দিন জিজ্ঞাসিনু ডাকিয়া বিরলে
"বীর, এই বাহিনীতে কি পদ তোমার,
এই পূত আর্য্যবংশে জন্ম কোন্ কুলে,
কত দূরে বাসস্থান—কি নাম পিতার ?"

দেখিলাম যুবকের প্রসন্ন বদন
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় গম্ভীর হইল ;
সহসা মানসে দীপ জ্বলিল যেমন—
লুপ্ত-স্মৃতি—আত্ম-কথা সহসা জাগিল।
ভূতে ফিরি, বর্ত্তমান, ভবিষ্য ভাবিয়া
বহু ক্ষণ সংজ্ঞাহীন—শব্দহীন থাকি
ললাট-লহরী-লীলা গণিয়া গণিয়া
দেখিতে লাগিল যেন মনোপটে আঁকি।
কত আশা কুহকিনী, নৈরাশ্য দুস্তর ;
কি চিন্তা রাক্ষস আসি গ্রাসিল তাহারে ;
কত প্রশ্ন করিলাম না পেয়ে উত্তর
বহু ক্ষণ বসে থাকি গেনু কার্য্যান্তরে।
ফিরে এসে দেখিলাম সেই ভাবে বসে
করতলে ন্যস্ত শির ;—বসে পদমূলে
অজ্ঞান বালিকা মম ধরে জানুদেশে
করিছে লাঞ্ছনা কত 'কথা বল' বলে।
পরে শুনিলাম যুবা উচ্চবংশজাত ;
পার্ব্বত্য শিওরী আমি কি আশা আমার
কন্যা মম তার সহ হবে পরিণীত—
ফুটে কবে বনফুল উদ্যানে রাজার ?
কন্যার পরীক্ষা হেতু ডাকিলাম তারে
"জানিস্" কহিনু তারে ক্রোড়ে বসাইয়া

"জানিস্ বারতা, কাল এই দেশ ছেড়ে
সেনাগণ যুদ্ধে যাবে শিবির ভাঙ্গিয়া।"
মুখ পানে তাকাইয়া সরলা আমার
কি কহিনু বুঝিল না—"কোথা যুদ্ধ হবে ?—
কে করিবে যুদ্ধ বাবা ?—সঙ্গেতে তোমার—
তুমি যদি যাও—মোরে নিয়ে যেও তবে।"
হাসি বুঝাইনু তারে "বড় যুদ্ধ হবে
কত অস্ত্র শস্ত্র লয়ে অশ্ব আরোহণে,
নায়ক কমলসিংহ সমর করিবে;
সে মারিবে, প্রহারিবে তারে কত জনে।"
"প্রহারিবে তারে!—কেন?—সে যাইবে কেন?—
সে না গেলে হয় না কি?—যাই—বলি তারে—
বাবা, বলি যেয়ে যুদ্ধে নাহি যায় যেন
সৈন্য যাক্ থাকিবে সে আমাদের ঘরে ?"
উঠিল বালিকা; দুই কপোল বাহিয়া
রেখা রেখা গড়াইল কত বিন্দু জল;
আমি নিষেধিনু শেষে চিবুক ধরিয়া—
"যেও না হবে না রণ—যাবে না কমল।"

এই ভাবে গেল দিন; যুবক আসিত
প্রতিদিন অপরাহ্ণে মৃগয়ার বেশে;
রাতি পোহাইত প্রাতঃ মধ্যাহ্ন যাইত
পথে বসি কন্যা তার আগমন-আশে।

আমি বৃদ্ধ, জ্ঞানহারা, অন্ধ, দিশাহারা
উন্মত্ত স্নেহের বশে কিছুই বলি নি
পাছে তনয়ার নেত্রে দেখি অশ্রুধারা,
পাছে বা বিষাদ-কালী ঢাকে মুখখানি।
এক দিন বসে আছি বাহির অঙ্গনে ;
অদূরে দেখিনু ধীরে আসিছে কমল—
অতি ধীরগতি, চেয়ে আনত আননে,
অতি চিন্তাকুল মন, বুঝিনু, বিকল।
নীরবে বসিয়া পাশে বহুক্ষণ পরে
বহিতেছে দীর্ঘ শ্বাস. সুসিক্ত নয়ন ;
"রাজাজ্ঞায় কাল প্রাতে" কহিল আমারে
"সমরে শিবির ভাঙ্গি কবিব গমন।"
অশ্রুমাখা তার এই নব সমাচারে
সহসা পরাণ যেন কাঁদিল বিকল ;—
কাতর হৃদয় তার না হেরে সমরে,
বুঝিলাম, প্রাণভয়ে নহে অশ্রুজল।
সমদুঃখে প্রাণ বুঝি কাঁদিল আমার,
দেহের প্রত্যেক অণু উঠিল শিহরি ;—
তাই না—বিস্মৃত-স্বপ্ন-স্মৃতি যে প্রকার
অস্ফুট এ বিধি-লিপি—ধূ-ধূ-ছায়া হেরি ?
বসিয়া নিস্পন্দ, মগ্ন নির্ব্বাক্ চিন্তায় ;
হেন কালে কন্যা মম আসিল বাহিরে ;

কভু আলিঙ্গিয়া মোরে কখনো তাহায়
কত অর্থহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসে সাদরে।
অস্ত গেল দিনমণি লইল বিদায়
ইঙ্গিতে ; চলিল যুবা আপন শিবিরে
অজ্ঞান সরলা কেহ কহিল না তায়
কমল তাহার বুঝি যায় চিরতরে।
নির্ব্বোধ কমল ; আমি আরো বুদ্ধিহীন ;—
কে না জানে হিমস্তূপ দ্রব রবিকরে
বহিবেই—রহিবে না শিখর আসীন—
শিখরে শিখর ছাড়ি নগর প্রান্তরে ;
তাই যদি গতিপথে বাধা নাহি থাকে
ধীর শান্ত কলকলে বহে শৈলগেহ
প্রতিহত গতি যদি গিরিশাখা ঠেকে
প্রলয় সংহাররূপে নাশে শৈলদেহ।
জানি তো সে শোক-স্রোত বহিবে নিশ্চয়
অপ্রকাশ গিরিশ্রেণী পাতিলাম কেন ?
তাই না অমিত বেগে ভাঙ্গিছে হৃদয়—
তাই না ঘটিল এবে বিপত্তি এ হেন।
আদর্শ দেখায়ে ধীরে প্রবোধিয়া তারে—
লঙ্ঘিতে ললাটরেখা সাধ্য নাহি কার—
বুঝাইয়া—সব আশা পূরে না সংসারে,
নিজ ভাগ্যে তুষ্ট থাকা উচিত সবার।

সামান্য শিওরী-কুলে জনম তোমার,
কোথা সে সম্ভ্রান্ত কুল অমাত্য তনয় ;
নাহিক প্রেমের পাত্র অপাত্র বিচার
তাই তার ফল ভবে এত বিষময়।
বুঝি নাই আশা ক্ষুদ্র নীর শিলা প্রায়
হৃদয় ভূধরগর্ভে দীর্ঘ বাস করি
নৈরাশ্য নিদাঘ-তাপে যবে স্ফীত-কায়
ভাঙ্গে রে আবাস তার বিদারিয়া গিরি।
সুদীর্ঘ আশার পর নৈরাশ্য যেমন
তত ভয়ঙ্কর নহে অল্প কাল পরে ;
কমল তাহারে ছাড়ি যাইল যখন
তার ভাগ্য-লিপি কেন না শুনানু তারে ?
তা হলে বাছার দশা হতো না এমন,
তা হলে পরাণ বুঝি বাঁচিত সুতার ;—
বিদেশি, অন্তরমাঝে করিছে কেমন
সত্যই কি গৃহ মম হইবে আঁধার ?"
শুনি'ছি নিবিষ্টচিত্তে কাহিনী তাহার
পঞ্চেন্দ্রিয়-সমাবেশ যেন রে শ্রবণে ;
বৃদ্ধ নীরবিল, তবু হৃদয় আমার
শুনিতে লাগিল যেন আপনার মনে।
সহসা হৃদয়ভেদী করুণ, কাতর
অস্ফুট হইল ধ্বনি রোগশয্যা'পরে ;

বিচলিত ত্রস্ত চিত্তে ধরি মম কর
বৃদ্ধ আমা সহ আসি দাঁড়াল শিয়রে।
খাটের হেলানি ধরে চেয়ে নীচু পানে—
সে কি দেখিলাম সেই নিশীথ সময়—
সে দিন যা দেখিয়াছি এই এ নয়নে
জন্মে জন্মে স্মৃতি তার হবে না বিলয়।
এই চিত্ত চিত্রপটে লেখা সে মূরতি,—
এই চক্ষু মুদি স্পষ্ট করিছি দর্শন—
সেই দেহখানি তার—অপূর্ণ যুবতী,
পাংশুল বরণ সেই চম্পক বরণ;
শীর্ণ শীর্ণ বাহুলতা ক্ষুদ্র পা দুখানি,
নীল শিরারেখা কোথা রোগ-নিদর্শন;
প্রতি লোমকূপ যেন লাবণ্যের খনি,
হইতেছে ক্ষীণ স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীরণ।
আর সেই মুখখানি—সেই মুখখানি—
প্রভাত চন্দ্রমা সেই মুখখানি তার!
আঁখি দুটী পল্লবিত মুদিত নলিনী,
সারল্য-নিবাস-ভূমি ললাট তাহার।
ক্ষুদ্র সে মস্তক তার উপাধান হতে
পড়েছে ঈষৎ হেলি শয্যার উপর,
প্রবাহিত কেশরাশি পড়েছে ভূমিতে,
ললাট কপোলময় রয়েছে বিস্তর।

লঘু মণ্ডলিত তার ওষ্ঠাধর পথে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি এক-শ্বেত-রেখা ;
সেই নাসা সেই কর্ণ পারি না ভুলিতে,
সকলি হৃদয়পটে রহিয়াছে লেখা।
নির্ব্বাত সরসিমুখে বহে না জীবন,
নাসারন্ধ্রে হস্ত দিনু বহে না নিশ্বাস ;
পিতা মাতা উচ্চ রবে করি সম্বোধন—
মাতা উন্মাদিনী, পিতা হইলা হতাশ।
প্রবেশি অঙ্গুলী ধীরে বদনে তাহার
দুই হাতে খুলিলাম দশন-বন্ধন,
ভিষক ধরিলা কিবা নাসারন্ধ্রে তার,
কত ক্ষণে নিশ্বাসিয়া বহিল জীবন।
পিতা কত ডাকিলেন বক্ষেতে তুলিয়া
মাতা কান্দিলেন তিতি মস্তক বদন
কত ক্ষণ পরে বালা নয়ন মেলিয়া
কি কহিলা ধীরে ধীরে—অস্ফুট কথন।
শিয়রে জ্বলিছে দীপ নিস্তেজ-কিরণ
পড়িয়াছে আভা তার পাংশুল বদনে
উষার আভাসে মাত্র উদিত তপন
চাহি যেন ম্লানমুখী কুমুদী-আননে।
সুগোল কপোল বাহি শুষ্ক অশ্রুধারা,
হরিতাভ আঁখি যেন ভরিল আবার ;

সেই মুখ পানে চেয়ে যেন আত্মহারা
কত কি ভাবিতেছিল মানস আমার।
চকিতে শুনিনু দূরে—কাছে—আরো কাছে
অশ্বত্রস্ত-ক্ষুরধ্বনি; তখনি আবার
ভীষণ পতন-শব্দ প্রাঙ্গনের মাঝে ;—
সকলে সত্রস্ত যেয়ে খুলিনু দুয়ার।
এ কি ! অশ্ব, অশ্বারোহী—দীপালোকে দেখি—
পতিত নিশ্চল ভাবে প্রাঙ্গন উপরে ;—
"কমল" "কমল" বলি উচ্চস্বরে ডাকি
বৃদ্ধ আসি আলিঙ্গিয়া ধরিলা তাহারে।
মূৰ্চ্ছিত কমলে ধরি তুলিনু সকলে ;
সহজ সেবায়(ই) সংজ্ঞা লভিল কমল
বালিকার মাতা আসি সাপটি কমলে
করুণ রোদনে সবে করিলা বিকল।
এ দিকে শয্যায় শুয়ে পশেছে শ্রবণে
"কমল" মধুর নাম মৃত-সঞ্জীবনী ;
উঠিতে বিছানা ছাড়ি আকুল পরাণে
আছড়ি ভূমিতে বুঝি পড়েছে দুখিনী।
বৈদ্য ফিরে চেয়ে ত্রস্তে ডাকিলা সকলে ;
ঊর্দ্ধশ্বাসে সবে যেয়ে তুলিনু তাহারে,—
দুখিনী চাহিয়া আছে আঁখি দুটী মেলে,
হীনপ্রভ তারা দুটী নড়িতেছে ধীরে।

কমলো আসিয়াছিল বসি পদমূলে—
চারি চক্ষু সম্মিলন হইল আবার—
সেই সম্মিলন—যাহা এক বার হলে
বিচ্ছেদ-যাতনা যেন সহিবে না আর ;
সেই সম্মিলন—আজি কত কাল পরে—
এক পক্ষ—তাহা নহে—যুগ অগণন,
কত ঘোর পরিবর্ত্ত হয়েছে সংসারে—
পূর্ব্বে যা' যেমন ছিল নাহিক তেমন !
সম্মুখে অনন্ত কাল ছিল যে তরুণী
কালের চরম সীমে আজি উপনীত ;
উন্মেষ-উন্মুখ যেই আছিল নলিনী
কাল সন্ধ্যা-সমাগমে হয়েছে মুদিত।
যে জন আছিল সবে যুবক নবীন —
সংসারে অনন্ত আশা, অনন্ত জীবন ;
আজি সে সকলি যেন হয়েছে বিলীন ;—
শুধু এক পক্ষে কভু হয় কি এমন ?
চারি চক্ষু সম্মিলন হয়েছে আবার ;
বালিকার চক্ষে আজি নাহি অশ্রুজল,
কপোলে অলক্তাভাস হয়েছে সঞ্চার,
একটু যেন জ্যোতিমাখা নয়নযুগল।
কমলের মুখখানি দেখিতে দেখিতে
অলক্ষিতে পত্রযুগ হইল নমিত—

ফুরাল ভবের খেলা খেলা না লইতে—
মিটিল সকল তৃষা জনমের মত।
মরিল বালিকা ; এই বিশাল সংসারে
কমল তাহারে আর পাবে না কখন ;
না বুঝে হৃদয় ভালবেসেছিল যারে
বালিকা তাহারি তরে ত্যজিল জীবন।
না হাসিতে শশিকলা ডুবিল আঁধারে,
না বেড়িতে বনলতা উদ্যান তামালে
আশ্রয় সরিল যেই, প্রসারিত করে
আছড়ি লুটিল ধরা—শুকাল অকালে।
জানি সখা, দেখিয়াছি হাসিতে চাতকে
অধারা নীরদে দেখি কাঁদিতে আবার,
উড়ন্ত যে চকোরিণী আশার কুহকে
জলদ ঢাকিলে চাঁদে কাঁদে অনিবার।
সাবিত্রী-বিরহগীতি শুনেছি ভারতে,
দময়ন্তী-দুঃখগান আঁধার কাননে ;—
না ছুঁতে পীযূষ-ধারা, তৃষা না মিটিতে
এ দশা শুনি নি কভু, দেখি নি নয়নে।

উপসংহার।

সেই সাংঘাতিক নিশি না হতে প্রভাত
একটী জ্বলিল চিতা উপত্যকা-ভূমে ;

পাশে কল-নির্ঝরিণী—মৃদুল প্রপাতে—
বেষ্টিয়া কুসুমলতা নড়িতেছে ধূমে।
দূরে দাঁড়াইয়া মৃগ বিলোল-নয়ন,
বৃক্ষশাখে বসি পাখী ছাড়িয়ে কুলায়,
জ্বলন্ত চিতায় বেড়ি বহিছে পবন,
তিনটী পুরুষ বসি ধরণী-শয্যায়।
শবশয্যাপাশে বসি, হোথা তরুমূলে
কমল দাঁড়ায়ে আছে করিনু দর্শন;
প্রভাত যখন—চিতা ভস্মশেষ হলে—
কমল—চাহিয়া দেখি—নাহিক তখন।
আর দেখি নাই তারে—দেখিব না আর—
আসিয়া উদয়পুরে পাঁচ দিন পরে
শুনিনু লোকের মুখে এই সমাচার—
"সামন্ত কমলসিংহ পড়েছে সমরে।"

তোতাপাখী।

"For they have a tongue which speaks not for their heart."
ADDISON.

(১)

একটী আছিল তোতাপাখী
পুষিতাম বুকে বুকে রাখি ;
যত পাখী যত কথা কয়
সকলি সে কহিত সুমুখী।

(২)

ঘরে তারে রাখিলে আঁধারে
যত লোক থাকিত বাহিরে
কেহ বলে 'কোকিল ডাকিছে',
কেহ বলে 'ঘুঘু ডাকে ঘরে'।

(৩)

কেহ বলে 'বড় মূর্খ তুই
শুনিস্ না ডাকিছে বাবুই ?'
কেহ কাক, কেহ বা কপোত,
কেহ বলে 'নিশ্চয় চড়ুই'।

(৪)

বহুভাষী, বহুরূপী নরে
সরল চিনিতে যথা নারে ;

প্রথমেতে 'চিনেছি— চিনেছি'
পরক্ষণে 'চিনি নাই' তারে।

(৫)

তার পরে কি হলো তা বলি—
তোতা পাখী বলে নানা বুলি—
এক দিন 'কাকা' রব করে
মহা এক কোলাহল তুলি।

(৬)

এক দল বায়স হিংসুক
চিরে তার ফেলে দিল বুক ;
দৌড়ে এসে সে দশা দেখিয়ে
আমার হইল মহাদুখ।

(৭)

কেঁদে যবে জবাফুল আঁখি,
শুইনু—বালিশে মুখ রাখি ;
একটু যেই নিদ্রার মতন—
স্বপনে আমারি তোতাপাখী।

(৮)

পাখী বলে "কেন কাঁদ, ভাই,
আমি যেন মরেছি একাই ;

সংসারের যে দিকে তাকাও
　তোতাপাখী দেখিবে সদাই।

(৯)

তারা সবে কত বুলি জানে—
　যে সময়ে যেমন যেখানে
সেখানে তেমনি বুলি কয়ে
　বিমোহিত করে সব জনে।

(১০)

ক্ষুদ্র জীব ছিনু ধরাতলে
　মরে এই বুঝানু সকলে—
যে যার স্বভাব-বুলি ছেড়ে
　পরের বলো না কোন কালে।

(১১)

এই কথা রাখ তুমি লিখি—
　'একটী আছিল তোতা পাখী,
কহিত পরের বুলি বলে
　অপমৃত্যু মরিল সুমুখী।' "

———

চিন্তা-তরঙ্গ।

"Hope springs eternal in the human breast."

Pope.

(১)

আমাদের বাড়ীর সম্মুখে
  একটা বৃহৎ জলাশয় ;
আষাঢ়ের শেষ ভাগ প্রায়—
  চারি দিক জলে জলময়।

(২)

এক দিন দুপ্রহর কালে
  বড় তীক্ষ্ণ রবির কিরণ ;
ঘরে থেকে দরজা খুলিয়া
  চারি দিক্ করি'ছি দর্শন।

(৩)

স্রোতজলে শবের মতন
  রুগ্ন দেহ, নির্জীব অন্তর,
ভাসি'ছিল নয়ন আমার
  এটা, ওটা, সেটার উপর।

(৪)

জল হতে পলাইছে বায়ু
  বীচিকুল যাইছে ধাইয়া ;

রঙ্গ করে তপন তখন
   মুখে চোখে কিরণ ঢালিয়া।

(৫)

গলা গলাজলে ডুবাইয়া
   মাঠভরা শ্যামল বিস্তার ;
ধানগাছ মাথা নেড়ে কয়
   'জলে ডুবে মরিব এ বার।'

(৬)

কত পাখী যেতেছে উড়িয়া,
   ধান-ক্ষেতে লুকাইছে দেহ,
কেহ ভাসে পরিষ্কার জলে,
   তীরে বসি ভাবিতেছে কেহ।

(৭)

চারি দিকে আকাশ-সীমায়
   শাদা কালো মেঘের বাজার ;
কত পাখী সেইখানে যেয়ে
   বেচি কিনি করিছে অপার।

(৮)

জলে নামি গৃহস্থ কৃষক
   ধান-ক্ষেতে দিতেছে 'বাছন'

কভু কাস্ত্যে কক্ষতলে রাখি
  করিতেছে তামাকু সেবন।

(৯)

আর সেই কৃষক-সঙ্গীত—
  সেই মিষ্ট 'এসো বঁধু' তান
জলে ভাসি আকাশে উঠিয়া
  দিকে দিকে করিছে প্রয়াণ;

(১০)

বাতাস সে ধরিছে রাগিণী,
  ডাহুকীরো মুখে সেই গান,
স্থলে যেই তরুশাখে পাখী
  তারো মুখে সেই এক তান।

(১১)

চিন্তা তন্দ্রা নিমীল নয়নে
  উপাধানে মাথা হেলাইয়া;—
জাগ্রতের স্বপন যেমন—
  মনে সব বেড়ায় ভাসিয়া।

(১২)

কত ভাবি—কিসের জীবন;
  কি মিছার করি কোলাহল

কত আশা গড়াই নূতন
পুরাতন করি পদতল।

(১৩)

সংসারের পুতুল-খেলায়
কিন্তু কেন যাতনা এমন ;—
শিশুগণ কত ভাঙ্গে গড়ে
তারে এত করে না ক্রন্দন।

(১৪)

কত আর সহিব পরাণে—
কি বিষম যাতনা আমার !
কিন্তু তাহা পারি না কহিতে
এই কষ্ট অধিক সবার।

(১৫)

কেহ সুখী নহে এ ধরায়
কত দুঃখ বিভিন্ন প্রকার ;
সবে ব্যস্ত আপনা লইয়া
কেহ কথা শুনে না কাহার।

(১৬)

ভাবি এই সংসারের হাটে
সকলেই করে বিনিময়—

রূপ, গুণ, ধন, কুল, মান
কিম্বা এরি জাল সমুদয়।

(১৭)

কিন্তু ভাগ্য হেথায় দালাল,
সে সহায় না হইলে নয়;
কত কাচ পায় না পড়িতে
কত হীরা পথে পড়ি রয়।

(১৮)

কেন আমি ভাবি নিশিদিন?—
কি বিষম স্থান এ সংসার;
চারি দিক্ বজায় রাখিয়া
আপনা বজায় রাখা ভার।

(১৯)

কেহ মোরে করে নি তাড়ন,
তবু আমি সদা উর্দ্ধশ্বাস—
এক দৌড়ে সংসার ছাড়িয়া—
কোথা যেয়ে লইব নিশ্বাস—

(২০)

ইচ্ছা করে সেইখানে যাই—
চিন্তা-স্রোতে নাহিক চেতন,

ভাগ্য যদি অপ্রসন্ন হয়
তবু ব্যথা নাহিক পীড়ন।

(২১)

প্রিয়তম যাহারা আমার
তাহারাই হানিছে আমায় ;
কে বলে শত্রুতা বিষময় ?—
আত্মীয়তা বিষম হেথায়।

(২২)

একার নাহিক সুখ দুখ—
আমি যদি হইতাম একা ?—
তাও ভাবি কি সুখ তাহাতে ?
কি কারণে সংসারেতে থাকা ?

(২৩)

সর্ব্বদাই নৈরাশ—নৈরাশ—
তবু আশা সর্ব্বদাই চিতে ;
আশা তুই কেমন মায়িনী
চিরদিনি নারিনু চিনিতে।

(২৪)

আশাটাকে টিপে রাখে যেন
ইস্পাতের তারের মতন,

যেই তুমি অঙ্গুলী সরাও
  মুহূর্ত্তেকে পূর্ব্বেতে যেমন।

(২৫)

কভূ পুন আপনা আপনি
  তারি সেই মুখ পানে চেয়ে,
আশাটাকে ডেকে আনি যেন
  কত কিছু বলিয়ে কহিয়ে।

(২৬)

ভাবি এই সরলা কামিনী
  চির দিনি যাতনা পাইবে ?
আমি যেন শত অপরাধী
  সঙ্গে সঙ্গে এও কি ভুগিবে ?

(২৭)

কিন্তু আমি সুখী না হইলে
  এর সুখ হবে না কখন ;—
তবে সুখী হইব নিশ্চয়
  আয় আশা,—করি আবাহন।

(২৮)

আর আমি পারি না খেলিতে
  এই খেলা আশা নিরাশার ;

ক্ষুদ্র-প্রাণী আমি দয়াময়,
ভেঙ্গে গেল হৃদয় আমার।



স্মৃতি ও বিস্মৃতি।

"Every faculty of the mind as well as every individual member of the body is some way or other useful."

PRINCIPLES OF EDUCATION.

কেহ যদি জিজ্ঞাসিত "কে তোমার ভাল—
স্মৃতি না বিস্মৃতি?" আমি কি দিব উত্তর?—
"ভাল মন্দে দোষে গুণে দুই(ই) সমতুল,
দুই(ই) আমি সম ভাবে করি আবাহন।"
বালকেরে জিজ্ঞাসিলে উত্তরে বালক
"দেহ স্মৃতি পাঠাভ্যাসে সতত সহায়
চাহি না বিস্মৃতি যাহে মূর্খতা কেবল।"
অজ্ঞান বালক, শুন তোমারে বুঝাই—
বিস্মৃতিবিহীন স্মৃতি নহে সুখকর
তিমিরবিহীন যথা রবি-চন্দ্রালোক,
নিদ্রা বিনা জাগরণ, দুঃখ বিনা সুখ,
জন্ম যথা নহে স্বাদু মৃত্যুর বিহনে।

এ সংসারে কত ব্যথা মানুষ-জীবনে—
কত কটু রূঢ় বাক্য, ক্রূর ব্যবহার,
কত বিষময় দৃষ্টি, ভ্রুকুটী ভীষণ,
কতই তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ভুগি অনুদিন
অবন্ধু, কপটবন্ধু, বন্ধুর নিকটে—
বড় যারে পর ভাবি যাহারে আপন ;—
শৈশব, কিশোর, যুবা, বার্দ্ধক্যসময়ে
যে যত দিয়াছে ব্যথা হৃদয়ে আমার
স্মৃতি যদি সমুদায়ি রাখে জাগরূক—
মনের সমাধিমালা চির-উদ্ঘাটিত—
তা হলে রে সুখ শান্তি, বিদায় তোমায়,
সংসার, বিদায় তোরে জনমের মত ,—
চির-দাবানল বক্ষে করিয়া ধারণ,
কলহের রক্তবীজ রোপিয়া হৃদয়ে
পারি কি সংসারী হয়ে বহিতে জীবন ?
বিরহ নরের লীলা ইহপারত্রিক ;
কত বিচ্ছেদের শোক সহি অনুক্ষণ
যে যায় তাহারে যদি ভুলিতে না পারি,
স্মৃতি যদি অশ্রুবিন্দু না দেয় শুকাতে,
ভগ্ন হৃদয়েরে সুস্থ না করে আবার,
পারি কি সংসারী হয়ে বহিতে জীবন ?
বড় যে আশাটী ছিল সাফল্যে যাহার,

ভেবেছিনু চির সুখ দুঃখের নির্ভর ;—
তা নয় কেবল—যাহে জীবন মরণ ;
সে আশে নিরাশ এবে সুস্থির নিশ্চয়—
সে উদ্যান মরুভূমি—সে গৃহ শ্মশান ;—
এ আশা, নিরাশা, এই অবস্থা মনের
স্মৃতি যদি সমভাবে রাখে উজ্জ্বলিত—
বিস্মৃতির পটক্ষেপ না হয় হেথায়
পারি কি সংসারী হয়ে বহিতে জীবন ?

একান্ত স্মৃতির লোপে শূন্যতা কেবল ;
পদ্মপত্র সম মন না হয় অঙ্কিত
পঞ্চেন্দ্রিয় সমাহৃত বারিবিন্দুপাতে।
গতিশীল মেঘছায়া সমস্ত সংসার
স্মৃতিহীন মনে শুধু উড়ি উড়ি যায়।
কত ভালবাসিয়াছ, কত করিয়াছ
বিপদসাগরে পড়েছিলাম যখন ;
বাল্যকালে কত খেলা খেলেছি দুজনে ;
কত হাসি হাসিয়াছি কেঁদেছি মিলিয়া,
চিরদিন ভুলিব না ছিল অঙ্গীকার ;
আজি যদি স্মৃতি মোর করে পলায়ন—
সে তুমি আপন নও বলি যদি তোমা'
মানুষের মাঝে তবে রহিব কেমনে ?
বাঙ্গালীর দাসত্বের কঠিন জীবনে

প্রভুর পাদুকাঘাত সহিতে সহিতে
মনে যদি নাহি পড়ে তাহাদের মুখ
শুধু যাহাদের তরে এ ভোগ লাঞ্ছন
ক্ষিতি সম সর্ব্ব-সহ কেমনে হইব ?
মানুষের মাঝে তবে রহিব কেমনে ?
ইংরাজী পড়েছি কত কাব্য ইতিহাস
বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র করেছি চর্ব্বণ ;
সকলের স্মৃতি যদি দূরীভূত হয়
'বিএ' বৈতরণী তবে কেমনে তরিব ?
বড় বড় কথামালা উদ্ধৃত করিয়া
কেমনে আপন বিদ্যা করিব প্রকাশ ?
মানুষের মাঝে তবে কেমনে রহিব ?
নির্জ্জনে সজনে বসি একান্ত মানসে
বিগতের স্বপ্নচিন্তা সুখের কেমন !
স্মৃতি যদি নাহি থাকে সে সুখে নৈরাশ।
তাই বলি দোষে, গুণে দুই(ই) সমতুল
স্মৃতি ও বিস্মৃতি দুই(ই) করি সমাদর।

দেখিতে যেয়ে।

"But the sunshine of existence gone."
SIR W. SCOTT.

(১)

কত করে কহিলাম "এসো ঘরে যাই"
সে কথা সে তুলিল না কাণে ;
ঘোমটাটী টেনে টেনে মাথা নেড়ে কয়
"দেখ আমি যাব না সেখানে।"

(২)

বড়ই হয়েছে জ্বর মাথাও ধরেছে—
কাঠ পোড়ে গায়ের উত্তাপে ;
চুলগুলি আলু'য়িত পড়েছে লুঠিয়া ;
মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটী কাঁপে।

(৩)

বড় বড় চক্ষু দুটী লোহিত তরল ;
বিন্দু বিন্দু ঘেমেছে কপাল ;
কোন ভাবে শান্তি নাই—এ পাশ, ও পাশ ;
হস্ত পদ করিছে আস্ফাল'।

(৪)

ভূমিতলে ক্ষুদ্র এক শয্যায় পড়িয়া
অবিরত করিছে আক্রন ;

কভু শয্যা কভু ভূমে লুণ্ঠিত ধূলায়
বিশৃঙ্খল দেহের বসন।

(৫)

ঢেলে দে ঢেলে দে, বালা, আমার শরীরে
তোর যত হতেছে যাতন;
তুই বালা, ক্ষীণপ্রাণা, কুসুম-কোমলা
তোর কি রে সহে এ তাড়ন?

(৬)

একে তার এই দশা তাহে এ যাতনা;
আমি এই বলি তোমা, বিধি,
পৃথিবীর যত জ্বর একাই সহিব
এরে তুমি ভাল কর যদি।

(৭)

সে দুঃখের কথা তোমা' কহিব কেমনে—
কেহ তারে দেখেও না ফিরে;
কেহ তারে জিজ্ঞাসে না, কেহ কোন জনে—
ছোট বউ বাঁচে না কি মরে।

(৮)

ডাক্তার বৈদ্যের গ্রামে নাহিকো অভাব
নাই শুধু তাহারি কপালে;

বিধবার শুশ্রূষার নাহি প্রয়োজন ;
   কারো কোন ক্ষতি নাই ম'লে।

(৯)

শ্বশুর, শাশুড়ী জা'ল, ভাসুর, দেবর
   চোদ্দ সুখে খায়, দায়, রয় ;
ঘরে পড়ে বিধবা যে আর্ত্ত-রব করে
   তারা যেন সে দেশেও নয় !

(১০)

একে সে বিধবা তাহে বালিকা বয়স
   বাঁচিয়া রহিবে কত কাল,
শ্বশুর, জনক তাই ভাবিয়া আকুল
   কত দিনে ঘুচিবে জঞ্জাল।

(১১)

বিধবা কামিনী বঙ্গে কারো কেহ নয়
   তাকে কারো নাহি প্রয়োজন ;
দয়া, মায়া, স্নেহে তার অধিকার নাই
   নাহি তার আদর যতন।

(১২)

শ্বশ্রুগৃহে শ্মশানের নিশানের মত
   দুঃখ-স্মৃতি জাগায় কেবল ;

স্বামীর মৃত্যুর পাপে পাপী ভাবে তারে
পতিহীনা ননদীর দল।

(১৩)

কুমারী প্রভাতে উঠি মুখ দেখে যদি
মনে করে অশুভ লক্ষণ
গৃহের মঙ্গলাচারে নাহি অধিকার
মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী যেমন।

(১৪)

সংসারের ঘৃত, দুগ্ধ, বসন, ভূষণ,
সংসারের সোণার সংসার,
অভিমান, মান, গর্ব্ব, আশা, অভিলাষ
চির দিন কিছু নহে তার।

(১৫)

ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত, সংযত-হৃদয়;
রোদনেও নীরব নির্জ্জন।
আপনার পদশব্দে আপনি চকিত;
লজ্জা দেয় আপনার মন।

(১৬)

স্বামীর শ্মশানে ব্যাপ্ত সমস্ত সংসার
চারি দিকে শূন্য নিরাকার;

কেবল প্রেতিনী, কাক, শৃগাল, কুকুর
প্রকৃতির কেবল বিকার।

(১৭)

রাবণের চিতা বুকে ধরি অনিবার
বিধবার জীবন ধারণ ;
সহমৃত্যু শারীরিক যাতনার ভয়ে
কোন্ মূর্খ করিল বারণ ?

সীঁথির সিন্দূর।

"কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা।"
মধুসূদন।

(১)

বাঙ্গালী-কামিনীকুল-দেহ-ভূষা-চূড়
বড় তোমা' ভালবাসি সীঁথির সিন্দূর!
তুমি যার নাহি শিরে অভাগিনী বলে তারে
থাকুক তাহার কোটি মণি কোহিনুর ;
থাকুক "ময়ূরাসন," "স্বর্ণলঙ্কাপুর"।

(২)

সেই বড় ভাগ্যবতী তুমি যার শিরে
অবিচল বিরাজিত রহ চির তরে।
জীবনের এক দিনে পায় তোমা' সর্ব্বজনে
কিন্তু কে ক' দিন তোমা' পারে রাখিবারে,
বাঙ্গালী স্বামীর অগ্রে কে মরিতে পারে?

(৩)

কুমারীর নহ তুমি নহ বিধবার,
শুধু সধবার প্রতি করুণা তোমার।
কতই মানসা করে দেব দুর্গা সবাকারে
কুমারী কামনা করে তোমা' অনিবার;
বিধবা তোমারি তরে করে হাহাকার।

(৪)

প্রথম বিবাহ-দিনে স্বামী যেই জন
পত্নীর সীমন্তে তোমা' করেন স্থাপন;
আদরে চিবুক ধরি কনিষ্ঠ আঙ্গুলে করি
বাম করে যেই তোমা' অর্পেণ ভূষণ,
চারি দিকে হলুধ্বনি, মঙ্গল বাদন।

(৫)

নারী-জীবনের সেই প্রথম উষায়
প্রভাসিত সে আনন তোমারি প্রভায়;

কে চায় মুকুতামালা, ইয়ারিং, বাজু, বালা ?
আশীর্ব্বাদ করে সবে নব সধবায়
"সীঁথির সিন্দূর সতি, থাকুক বজায়।"

(৬)

সতীর কামনা মনে "খাই বা না খাই,
গৃহে কিম্বা গৃহাভাবে কাননেতে যাই ;
শেষে খেলা সাঙ্গ হলে স্বামীর চরণতলে
পুত্রকন্যা পাশে রাখি মরিবারে পাই ;
সীঁথির সিন্দূর যেন কভু না হারাই।"

(৭)

যে ভালে সিন্দূর নাই শ্মশান সমান ;
শিরে কেশরাশি সেই শ্মশানে নিশান ;
সেই ললাটের তলে প্রেত আছে দলে দলে
পৈশাচিক অভিসন্ধি, কার্য্যের বিধান,
কলঙ্ক কর্কশ নাদে কুল কম্পমান।

(৮)

অহৃদয় 'ব্রাহ্ম' তোমা' করিয়াছে দূর
এ দুঃখে সিন্দূর, বড় হয়েছি আতুর।
তোমারে আমার ঘরে সোণার কৌটায় ভরে
রাখিবে প্রেয়সী মম যতনে প্রচুর ;—
বড় তোমা' ভালবাসি সীঁথির সিন্দূর !



চাকুরী-দাতার অন্বেষণ।

"সখি, হৃদয় বিয়াকুল ;
তুয়া দরশনে কাঁহা চলি যাওব।"
গোবিন্দদাস।

"কোথায় সে জন জানে কোন জন"
যেই জন চাকুরী দান করে ?
ফোর্ট উইলমে কলিকাতা-ধামে,
কি বেল্‌ভিডিয়ারে বঙ্গেশাশ্রমে ?
হাইকোর্ট-চূড়ে, কি লালবাজারে,
কিম্বা রাইটার-প্রাসাদস্তরে ?
টেলিগ্রাফ ঘরে লালদীঘী-তীরে,
কিম্বা জেনারাল ডাকমন্দিরে,
ব্যাঙ্কে, টাকশালে, কোম্পানি, হোটেলে,
শিক্ষা-ডিরেক্টার-আফিসাগারে ?
ডেল্‌হাসী স্কোয়ারে দ্বিতীয় নম্বরে,
কেরাণীখানার কুঞ্জ-বাসরে,
যত জেলা-কোর্টে, মৌন্সেফীয় হাটে,
ডেপুটী বাবুর পিনালপুরে ?
রেল-কার্য্যালয়ে লৌহটীনময়ে
কোথা বল তারে পাইব যেয়ে ?

একই স্থানেতে সকলি ঋতুতে
একই দেশে কি বিরাজ করে ?
কিম্বা পিক প্রায় দেশে দেশে যায়
কভু সমভূমে, ভূধর-গায় ?
কিবা বর্ণ তার— শ্বেত, অন্ধকার ?
শোভে হ্যাট্, কোটে, ধুতি চাদরে ?
কিম্বা দুই(ই) আছে শ্বেত, কৃষ্ণ মাঝে ;
হ্যাট্ শিরে, ধুতি কোমরে সাজে ?
এক(ই) ভাষা কয় সকল সময় ;
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা অথবা ধরে ?
সবি কথা প্রায় কহে বাঙ্গালায়
ইংরাজী ও হিন্দি কটু কথায় ?
কহ কি প্রকার স্বভাব তাহার
যাহা বলে তাহা সদাই করে ?
কিম্বা আশা দিয়ে ভুলায়ে ভুলায়ে
নৈরাশ্য-সাগরে দেয় ডুবায়ে ?
সে কথা বলিলে কোলে—কোলে—কোলে
গালি দেয় শেষে রাগের ভরে ?
দ্বার বন্ধ করে থাকে সে উপরে
উমেদার কাছে আসিবে ডরে ;
দ্বারবান বলে তারে জিজ্ঞাসিলে
"নেহি কুঠী'পর" তার হুজুরে ?

কহ কি উপায় তুষিতে তাহায়
কহি সত্য কথা সোজা ভাষায় ;
কিম্বা তোষামোদে পেটিশন ছেঁদে
নানা উপহারে তুষিব তারে ?
কালু খান্সামাকে ভিজাইব আগে
দাঁড়ায়ে কুটীর বাহির ভাগে ;
আয়ার প্রসাদে লেডীর শ্রীপদে
অন্তরের দুঃখ জানাব কি রে ?
চাকুরী-দাতার পত্নীর ভ্রাতার,
স্থানভেদে, কভু আপন পিতার
সুপারীশ নিয়ে দিব কি গাঁথিয়ে
পেটিশন যবে পাঠাব তারে ?
কহ কহ ভাই, কেমনে তা' পাই
যে চাকুরী ছাড়া উপায় নাই ;
কৃষি কি বাণিজ্য আমাদের ত্যাজ্য ;
ভদ্রলোক হয়ে করি কি করে ?
ইংরাজ, বাঙ্গালী, ট্যাঁশ্ চুণোগলি,
পার্শী, হিন্দুস্থানী আছ সকলি,
যে চাকুরী দানে তুষিবে পরাণে
কবিতায় কবি তুষিবে তারে।

জয়চাঁদ।

"Ho Ho ! the breakers roared."
H. W. LONGFELLOW.

"যে আছে নক্ষত্রমালা আকাশে যে আছে শশী
অজস্র কুলিশ হয়ে ধরায় পড়ুক খসি ;
হাসে যে ও নীল নভ কিরণ মাখিয়ে গায়
গভীর নীরদমালা ঢাকুক ঢাকুক তায় ;
এ হেন পবন বহে মৃদুল, আলস্যময়—
উনপঞ্চাশৎরূপে ব্রহ্মাণ্ড করুক লয় ;
প্রতিধ্বনি-প্রপূরিত এ বিশ্ব অশনি ঘোষে ;
আবৃত ব্রহ্মাণ্ড-মুখ অযুত তমিস্র-বাসে ;
সপ্তসিন্ধু উচ্ছ্বসিত উঠুক আকাশ-গায়,
আকাশ সাগর হয়ে ভাঙ্গিয়া পড়ুক তায় ;
ভাঙ্গি তুঙ্গ হিমালয় হউক সলিলরাশি ;
নগর, প্রান্তর, বন কোথায় যাউক মিশি।
কোথায় মানুষ ক্ষুদ্র ?—কোথায় বীরত্ব তার ?
কোথা জয়, পরাজয়, কোথা গর্ব্ব, অহঙ্কার ?
কোথা এই দৃষদ্বতী, কোথা ওই রণাঙ্গন ?
কোথায় সমর, পৃথ্বী, রাজোয়ারা-বীরগণ ?
সে নর-পিশাচ—সেই দানব—রাক্ষসবর
সাহেবউদ্দীন ম্লেচ্ছ, কোথা তার সহচর ?

আমি কোথা জয়চাঁদ—রাঠোর কুলের ধ্বজা—
নৃপতি জনক যার মাতামহ অধিরাজা,
নিজে কান্যকুব্জ ভূপ, আমি ক্ষত্র মহাবল
ভারত সাম্রাজ্য আশে প্রতিদ্বন্দ্বী অবিরল?
আমি সেই জয়চাঁদ—ধমনীতে বহে যার
রাঠোর, চৌহান আর্য্য পূত শোণিতের ধার;
আমি সেই জয়চাঁদ গর্ব্বিত—উন্নতশির
যবন ম্লেচ্ছের মিত্র, যবনের দাস বীর,
যবনের প্রলোভিত, প্রতারিত যবনের,
যবনের বিতাড়িত আর্য্যসিংহ কানোজের!—
সেই জয়চাঁদ আমি আজি ভিক্ষুকের বেশে
প্রাণভয়ে পলাতক—পলাইব কোন্ দেশে?
বিজয়পালের পুত্র ম্লেচ্ছভয়ে পলাতক
এখনো জীবন্ত সেই রাঠোর-কুলতিলক!
ভারতের গৃহশত্রু, ক্ষত্রকুল বিষধর,
ক্ষত্রকুল-অবতংস, পৃথ্বীর জীবনহর,—
বীরচূড়া সমরের জীবন বিনাশ করি
ম্লেচ্ছদাস জয়চাঁদ এখনো জীবন ধরি!
আর্য্যরক্তে কাগারের উচ্ছ্বসিয়া স্রোত-জল,
শ্মশান সমান করি এই পুণ্য আর্য্যস্থল,
ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের পুণ্য সিংহাসন'পরে
বসাইয়া ধর্ম্মদ্বেষী অপবিত্র যবনেরে,

কুলাঙ্গার জয়চাঁদ এখনো সজীব কায় !
এখনো সংহার-মূর্ত্তি, বিনাশ বিনাশ তায়।
অণু পরমাণু হয়ে ধ্বস্ত হও ত্রিভুবন—
ভারতের—ব্রহ্মাণ্ডের নাহি থাকে নিদর্শন ।
তা' হলে এ জয়চাঁদে,—এ রণ কাগার-তীরে,—
এ পৃথ্বী, সমরসিংহে কে রাখিবে মনে করে ?
কোথায় ঘোরীর স্মৃতি ?—কোথা দিল্লী সিংহাসন ?
চিতোর, কানোজ কোথা ? জানিবে সে কোন্ জন ?
হো ! হো ! হো ! প্রলয় হোক্, - বহুক যতেক বাত ;
অনন্ত কালের বজ্র মুহূর্ত্তে হউক পাত ;
কোটি অমানিশা ঘোরে আঁধারে আঁধারে ঢাল্,
ঘন ঘোর ভূমিকম্পে খণ্ড খণ্ড ধরাজাল ;
ধরাগর্ভ বহ্নিরাশি একত্রে উঠুক সবে,
দাবাগ্নি, বাড়ব অগ্নি জ্বালুক জ্বালুক ভবে ;
আকাশে সাগরে রণ—আকাশে তরঙ্গাঘাত,
সিন্ধুর বিশাল বক্ষে আকাশ হউক পাত ;
মহাবহ্নি, মহাজলে বাধুক প্রলয় রণ—
ক্ষিতির বিনাশে স্মৃতি হয়ে যাক্ উন্মূলন।”
উঠিল প্রলয়-ঝঞ্ঝা—আঁধারিল সর্ব্বস্থল ;
নাদিল জলদ ঘোরে, হাসিল বিজলী চল ;
শিহরিল দৃষদ্বতী প্রবল তরঙ্গঘায় ;
নিমজ্জিল জয়চাঁদ তরণী সহিত তায়।

হিলিতে রজনীবাস।

"সুখেতে ভ্রমণ করে সন্তোষের বনে।"
প্রভাকর।

হিলিতে তেঁতুলতলে এক দিন নিশাকালে
গড়াগড়ি বিচালি-শয্যায়।
মাঘী কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী আকাশেতে মেঘরাশি
মন্দ মন্দ বহে শীত বায়।
গিয়াছিনু ইষ্টেশনে; কাতর বচনে, দীনে
কত করে করিনু বিনয়
"আজি নিশি অন্ধকারে 'ওয়েটিং রুম্' ঘরে
স্থান দেহ বাবু মহাশয়!"
কাল চাপকানে ঢাকা সে কানাই ভঙ্গী বাঁকা
প্রান্তমাত্র কোঁচা দরশন;
কৃষ্ণ চূড়া টুপি মাথে লেখা আছে পিত্তলেতে
কোন্ জীব সেই মহাজন।
কুরঙ্গ গমনে গতি দর্শকগণের ভীতি
খালাসীর, কুলীর শমন;
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার, একচ্ছত্র অধিকার
সসাগরা সদ্বীপা ষ্টেশন।
স্বেচ্ছায় ইঙ্গিত করে যে জন রোধিতে পারে
অনিরুদ্ধগতি বাষ্পযান;

স্নাল ওজনের কালে যাহারি ইঙ্গিত-বলে
লঘু হয় গুরু পরিমাণ।
যাহারি কৌশল-বলে যান আরোহণ কালে
সুন্দরী যাত্রিকা কোন জন
উঠিতে উঠিতে প্রায় উঠিতে নাহিক পায়
ওয়েটিঙ্গে যামিনী যাপন।
যাহারি ইঙ্গিতে কভু টিকিট-মাষ্টার বাবু
পূর্ণ মুদ্রা করিয়া আদান,
বক্রী ফিরাইয়া দিতে ক্ষুদ্র সে গবাক্ষ-পথে
কিছু কম করেন প্রদান।
এ হেন প্রাণীর পদে 'বিনাইয়া নানা ছাঁদে'
প্রার্থনা জানাই সমুদয় ;
প্রথমে কহে না কথা, ক্রমে ক্রমে নাড়ে মাথা,
শেষে মহারাগের উদয়।
ভাঙ্গা ইংরাজীতে কহে "কে হে তুমি—কে তুমি হে ?
কেন কর 'ডিষ্টর্ব' এমন ?
'ইন্টারমিডেট ক্লাসে' 'পেসেঞ্জর' যারা আসে
নাহি 'রুম্' তাদের কারণ।"
তাহার সে বাণী শুনি ঊর্দ্ধে তুলি দুই পাণি
নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করি ;
গেনু সে তিন্তিড়ীমূলে যথা বসি ভূমিতলে
ভৃত্য মম কাঁপে ঠিরিঠিরি।

"শুন বাপু ফক্ত সেক্, ইষ্টেশনে বড় দেক্
সেখানেতে রহিব না আমি ;
হোথা হতে খড় এনে শয্যা কর এই খানে
শুনি আমি গল্প কর তুমি।"
"ঘোড়াঘাট বনমাঝে পীরশা দরগা আছে,
ফকিরিণী আছে এক তায় ;
ব্যাঘ্র এক ভীমাকার, শিরে যার জটাভার,
সদা আছে তাহার সেবায়।
ওই দরগার কাছে এক শ্বেত-কূপ আছে,
মুখে চাপা বিশাল পাষাণ ;
সেই শ্বেত-কূপ-জল দুগ্ধ হেন সুবিমল,
আস্বাদন অমৃত সমান।
এক করপুট পানে কত রোগী প্রতিক্ষণে
মুক্ত হৈত ব্যাধির যাতনে ;
দেশ দেশান্তর হতে ব্যাধিগ্রস্ত শতে শতে
সিন্নি দিতে আসিত সে বনে।
এ সবার অধিকারী সেই খানে ঘর করি
ছিল মোল্লা সৈয়দ হোসন ;
সাধু, ধর্ম্মপরায়ণ, পর-হিত-ব্রত মন,
অর্থলোভ ছিল না কখন।
সিন্নি দিতে যাত্রিগণে কত ধন প্রতিক্ষণে
তার হাতে করিত প্রদান ;

সে তাহে দীর্ঘিকা-মালা, আশ্রম, অতিথিশালা
পান্থহিতে করিত নির্ম্মাণ।
সে আপনি দীনভাবে লয়ে পত্নী পুত্র সবে
কোন মতে জীবন যাপন ;
শেষে অতি বৃদ্ধকালে সুকীর্ত্তি মালিকা গলে
ভবলীলা করে সমাপন।
দুই পুত্র ছিল তার ফহিম, ফরিদ আর
জ্যেষ্ঠ পুত্র ফহিম পিতার ;
পিতৃতুল্য জ্ঞানযুত, পিতৃধর্ম্মে সদা রত
পিতৃস্বত্বে তারি অধিকার।
ফরিদ কনিষ্ঠ জন সদা স্বার্থপরায়ণ,
অর্থগৃধ্নু, বিলাসী, কপট।
ভ্রাতাকে বিদূর করে নিয়ে সব অধিকারে
অর্থাগম লভিত সে শঠ।
এখন যে ফকিরিণী ফহিমের পত্নী ইনি ;
পতিগত, ধর্ম্মগত মন ;
দম্পতিযুগলে বসি দেব-গৃহে দিবানিশি
হিতকার্য্যে থাকিত মগন।
পীরের আদেশ এই দরগার কাজী যেই
উত্তোলিবে সেই কূপজল ;
সেই করি জল দান ব্যাধিগ্রস্তে দিবে প্রাণ
নতু জল হইবে বিফল।

কাজী ভ্রাতা বধ করে কাজী হইবার তরে
নানা অভিসন্ধি-পূর্ণ মন ;
এক দিন নিশাকালে বিবিধ কৌশলে, বলে
করে পাপী ফহিমে নিধন।
ভ্রাতার জীবন নিয়া কূপ-তীরে দেখে গিয়া
ছিল যেই পাষাণ-আসন ;
অদৃশ্য কে দৈববলে সে বিশাল শিলা তুলে
কূপ-মুখ করে আবরণ।
ফহিম শৈশব হৈতে পুষেছিল ব্যাঘ্র-পোতে ;
প্রভুবধ করিয়া নেহার
সবেগে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ধাইল সে উভরড়ে
ফরিদকে করিল সংহার।
শ্বেত-কূপ সেই হতে বদ্ধ আছে পাষাণেতে
পীরের হয়েছে তিরোধান ;
সে মন্দির, পান্থশালা, প্রাসাদ, দীর্ঘিকা-মালা
প্রোথিত, বিকৃত স্থানে স্থান।
ভগ্ন সেই পুরী মাঝে ফহিমের পত্নী আছে
সেই ব্যাঘ্র এক সহচর ;
কূপ-শিলা-শয্যা'পরে থাকে সে শয়ন করে
পাশে তার ফকিরীর ঘর।
সে শিলা তুলিতে পারে হেন শক্তি নাহি কারে
ভয়ে কেহ যায় না সেখানে ;

যে তার উদ্যম করে সেই ব্যাঘ্র বধে তারে
লুকাক সে যথা-ইচ্ছা মনে।
প্রতিদিন নিশাকালে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র আগে চলে
পাছে বৃদ্ধা ফকিরিণী তার;
কাননের প্রতি গাছে যেখানে যে ফল আছে
দুই জনে করে তা' আহার।
জীব-হিংসা নাহি করে সেই ব্যাঘ্র বীরবরে
কারো প্রতি ফিরে নাহি চায়;
আপনার গতায়াতে যদি কেহ পড়ে পথে
এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।
রাণীগঞ্জ ঘোড়াঘাটে বালিময় পথ-পটে
নিত্য আমি করেছি দর্শন
ব্যাঘ্র-পদ-চিহ্ন-পাছে নারী-পদ-চিহ্ন আছে
নিশাযোগে ভ্রমণ-লক্ষণ।"



রাজপুতধাত্রী।

"And my dear lord, why should you hazard your life while one of my sons is still living."

SIR. W. SCOTT.

নিশীথে কক্ষের দ্বারে আঁধারে ও কে বিচরে—
কে বিচরে ধীরপদে শাণিত কৃপাণ করে?
ভ্রূকুটী-বিকৃত মুখ, নয়নেতে তুষানল,
কে রে ও—নিশ্বাসে যার বহে যেন হলাহল?
কুঞ্চিত নিবিড় কেশ কুঞ্চিত ললাটমূলে,—
মানসের কোটি ফণী বাহিরে এসেছে ভুলে;
গুম্ফের গহনতলে অধর অলক্ষ্য প্রায়,
অসম দশনশ্রেণী নিষ্পেষিত আছে তায়।
মেঘময় নভোদেশে দামিনী আভাস হেন
নীরব হাসির ছটা ক্ষণিক ভাতিছে যেন।
চঞ্চল বক্ষের তলে হৃদয়ের আলোড়ন
প্রতি অঙ্গ কণ্টকিত, প্রতি অঙ্গ শিহরণ।
সহসা চঞ্চল পদ, প্রোজ্জ্বল নয়নদ্বয়,
আরক্ত বদন, ভাল প্রস্ফুরিত শিরাময়;—
কে রে ও অসুর-বলে হানিছে কক্ষের দ্বার—
কে ও?—বনবীর; কেন ব্যবহার এ তোমার?
জান না নিদ্রিত গৃহে রাজশিশু সুকুমার
যে শব্দ করি'ছ দ্বারে নিদ্রা যে ভাঙ্গিবে তার?

আহা, পিতৃহীন শিশু ধাত্রীকোলে নিদ্রা যায়
তুমি যেন বনবীর, ছুঁ(ই)ও না ছুঁ(ই)ও না তায়।
খুলিল কপাট ধাত্রী—প্রবেশিল বনবীর।
দীপাধারে অতি ক্ষীণ জ্বলিছে প্রদীপ ধীর।
দেখ সেই দীপালোকে করে ভীম তরবার
প্রশান্তমূরতি ধাত্রী সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার ;—
কাঁপে না সে তনুযষ্টি, নড়ে না মাথার কেশ
নহেকো বিবর্ণমুখ, ভীতির নাহিকো লেশ,
অচল নয়নযুগ।—বনবীর কহে তায়
"কোথা ধাত্রী দেখায়ে দে—রাজশিশু নিদ্রা যায়।"
শিহরে না কলেবর কাঁদে না তো প্রাণ তার
অঙ্গুলী আড়ষ্ট নহে ওই ধাত্রী বিপবার—
অঙ্গুলী সঙ্কেত করি দেখাইল বনবীরে ;
এক লম্ফে বনবীর আসিল শয্যার শিরে।
ক্ষীণ দীপালোকে অসি ঝলসে বিদ্যুৎপ্রায় ;
ধাত্রীর নয়নযুগ ক্ষণেক ঝলসে তায়।
আবৃত বসনে শিশু আপাদমস্তকময়—
নাহি চিন্তা, নাহি আশা, স্বপ্নহীন সে হৃদয়—
অকাতরে নিদ্রাগত। নমে অসি বক্ষে তার
আপনি মুদিল চক্ষু সেই ধাত্রী অবলার
ক্রোধেতে দ্বিগুণশিখ প্রদীপ সে পাপ দেখি
না পারি সহিতে আর তখনি মুদিল আঁখি।

কক্ষ হতে বাহিরিতে কপাটে আহত শির
কখনো স্খলিত পদ—বাহিরিল বনবীর।
হোথা ধাত্রী ধীরে ধীরে যাইয়া শয্যার কূলে
রক্তাপ্লুতবাস শিশু বক্ষেতে লইল তুলে।
গৃহ হতে বাহিরিয়া হয়ে কত পথ পার
পরশে খুলিল এক অতি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার।
সেখানে যে দাঁড়াইয়া আছিল তাহার তরে
সে তাহার সাথে সাথে নীরবে চলিল ধীরে।
অতিক্রমি কত পথ, কত বন, উপবন,
আঁধার পর্ব্বত-পথে করে দোঁহে বিচরণ।
উপজি কন্দরদ্বারে প্রবেশি ভিতরে তার
ধাত্রীর নয়নযুগে বহিল সহস্র ধার।
তথায় ভৃত্যের ক্রোড়ে রাজশিশু নিদ্রা যায়
এক হস্তে সাপটিয়া বক্ষেতে লইল তায়।
সহস্র চুম্বন করি বসিল কন্দরদ্বারে
দুই শিশু বক্ষে তার সাপটিয়া দুই করে।
হতের রুধিরে মিশি বামার নয়নজল
জীবিত শিশুর দেহ প্রক্ষালিল অবিরল।
কাঁদে শিশু মাতৃসমা চাহি মুখ পানে তার
চুম্বিছে বদন বামা আদরেতে পুনর্ব্বার।
চাহি মৃত শিশু পানে সংসার আকুল করি
কতই কাঁদিছে বামা শিলাতলে পড়ি পড়ি।

কত করে সহচর সান্ত্বনা করিছে তারে
"ধন্য তুমি নারীকুলে, ধন্য তুমি ত্রিসংসারে;
শিশু পুত্র ধন্য তব উৎসর্গ করিলা যারে
প্রভুর পুত্রের প্রাণ বিপদে রক্ষার তরে।
সমরে প্রভুর তরে জীবন যে করে দান,
জহর অনলে যারা আহুতি করেছে প্রাণ,
তা সবার শ্রেষ্ঠা তুমি;—হ(ই)ও না আকুল, দীন,
তোমারি আপন পুত্র রাজপুত্র চিরদিন।
ওই পুত্রে কোলে তুলি যতন, পালন কর,
শূন্য তব বক্ষে মাতা উহাকেই তুলে ধর।"
তবু যে বুঝে না প্রাণ,—তবু অশ্রুজল ঝরে,
তবুও যে ধরাসনে কামিনী রহিল পড়ে।

সম্পূর্ণ।

Printed at the Vina Press—Calcutta.

ভ্রমসংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	২০	জানাইত	জানাইও
২৮	১৩	শরীর	শারীর
৪৬	৫	অবাধ্যে	অবাধে
৫৫	১	দিয়া	গিয়া
৬৮	১৬	আঞ্চান	আঞ্চানে
৭১	৩	পশ্চাতে	শঙ্কাতে
৭৬	১৫	না হেরে	নহে রে
১০৭	১৭	কোলে—কোলে —কোলে	ফোলে—ফোলে— ফোলে
১১৫	১৪	লভিত	লোভিত

